লতা পাতা।

শ্রীঅমূল্যরতন বিশ্বাস।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক

শ্রীঅমৃতলাল দত্ত

খাসিয়াল; যশোহর।

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,

আইডিয়াল প্রেস,

৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

মন্দঃ কবি যশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

কবি কালিদাসের এই উক্তি স্মরণ করিয়া আজ আমার হৃদয় স্বতঃ শঙ্কিত হইতেছে। যে সভায় কত মহাকবিগণ কত বিচিত্র শব্দ-যন্ত্রে নানা-রস-ধারা কে উচ্ছলিত করিয়া বিরাট্ প্রতিভাবলে, তাহাদিগকে স্থির প্রবাহে বাধিয়া রাখিয়াছেন, সে স্থলে আমার এই ক্ষুদ্র রসের ক্ষুদ্র-বিন্দু-সম এই সামান্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে আমি কতই সঙ্কোচিত হইতেছি।

তথাপি মানব হৃদয়ের বিচিত্রভাব 'আশার' প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হয়, প্রাংশু-লভ্য-ফল-লাভ অচিরাৎ হয় না, সে ফল সাধনা-সাপেক্ষ।

অতঃপর এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে একটী কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। বহু পূর্ব্বে এই গ্রন্থের মুদ্রন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তার পর অনেক বিচিত্র গতিতে ধীরে ধীরে অদ্য ইহার পরিসমাপ্তি হইল। এই জন্য ইহার আরম্ভের কয়েকটা কবিতা আমার অনেকটা পূর্ব্বের রচনা। পরে ক্রমশঃ কবিতাগুলি ভাঙ্গা-গড়া সংশোধনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পল্লীস্মৃতি, কৈশোরের কথা, বঙ্গে শরৎ, জ্যোৎস্না কুঞ্জে, তৃণের পথে, কাঁজের ফাঁদে, ভাঙ্গাহাসি, বজয়া দশমী প্রভৃতি কবিতাগুলি আমার আধুনিকতম রচনা।

গ্রন্থমধ্যে অনেক প্রমাদ রহিয়া গেল। সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট সবিনয়ে ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। ইতি।

১১ই মাঘ ১৩৩০ সাল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ছোটদার

শ্রীচরণ কমলে

ভক্তি অর্ঘ্য

প্রদান করিলাম।

লতা পাতা।

কবিকুঞ্জ

ছোট পথখানি সেই, হেরি অনিবার,
শ্যামলতা পাতা সেথা, মাঠ শোভাসার।
কোমল গালিচা খানি পাতা একধারে,
মধুর নীলিমা হেরি আকাশের পুরে।
ফুল-ফল-লতা-পাতা, হরিৎ-সবুজে,
সুনির্ম্মল নদী-রেখা আঁকা রহে মাঝে।
নিপুণ-সৃজন ছবি, ভাবি পথ-বাঁকে,
অতুল তুলিকা কার হেন রং আঁকে।
হেরিয়াছি রামধনু আকাশের পটে,
নবীন মেঘের গায় কত রং ঘটে।
উজ্জ্বল সবুজ ওই, কোমল সোণালি,
অলস-পরশ লাগে, স্নিগ্ধ আঁখি মেলি।
ভবন সেথায় পল্লী, পত্র-পুষ্প-ময়,
পাশে তার ঝিল এক, হ্রদ সম রয়।

লতা পাতা।

মধুমতী, সুধামতী, কল-কল্লোলিনী,
প্রশান্ত বাহিনী, কভু রণ-উন্মাদিনী।

এ ধরার বক্ষ'পরে এই ছবিখানি,
এক প্রান্তে পড়ি রহে পুলকের বাণী।
নব নব ঋতু আসে, নব নব শোভা,
হৃদয় উছাসি উঠে, ফুটে হাসি কিবা।
আনন্দ লুকান রহে সৌন্দর্য্যের মাঝে,
মধু মুখে মধুকর মধুপানে রাজে।
সুমধুর মধুমাসে মধুর বাতাস,
মর্ম্মরিয়া কাঁপে হৃদি, জাগে নব আশ।
এই রঙ্গ-মঞ্চে হবে অভিনয় যত,
আমার চেতনা শুধু আনন্দেতে রত।
অফুরন্ত লীলা এর, দৃশ্য নব নব,
অফুরন্ত আনন্দেতে নিতুই ভাসিব।
এ ধরার কুঞ্জবনে নিত্য নব মধু,
আমি বিহরিব সেথা আনন্দেতে শুধু।
যদি কভু শ্রান্তি আসে, ক্লান্ত মন মম,
হেরিব এ ছবিখানি, কত মনোরম।

পল্লীভবন

আবার আসিনু গ্রামে আবার কোকিল ডাকে,
আম্র শাখা অন্তরালে গহন পাতার ফাঁকে।
সেই লতা পাতা ছায়ে বনে রৌদ্র ছায়া খেলা,
সেই ত বিজন পথে সারাদিন হেলাফেলা।
সেই ত কাননে ঘেরা শোভাময় গ্রামখানি,
স্নিগ্ধচ্ছায়ে ডাকে মোরে দুলে ওঠে প্রাণখানি।
পুন সেই পথে চলি, শিরপরে তরুশাখে,
কুহরি কাঁপায়ে বন, কোকিল আবার ডাকে।

শ্যামল সে ঘাসময় পথ খানি শোভেরে,
শ্যামল গাছের পাতা গায়ে কিবা লাগেরে।
ওরে তোরা ফুল ফল এতদিন ছিলি কোথা,
গভীর বিজন হ'তে তোদিকে কে আনে হেথা।
আমার এ মন খানি তোদেরই তরে রয়,
তোদের পরশ পেয়ে পুন যেন প্রাণ বয়।
এতদিন বিরহেতে শুষ্ক এ প্রাণের ধারা,
সঞ্জীবিত হ'ল আজি পেয়ে কুহু কুহু সাড়া।

লতা পাতা।

পল্লীর পোষা পাখী কোকিল যে ডাক তুমি,
আমার এ প্রাণ মাঝে বাহিরায় প্রাণখানি।
গভীর এ প্রাণ মাঝে ফল্গুসম বহে ধারা,
গভীর কোকিল ডাকে উছলে পাগল পারা।
হৃদিসনে গাঁথা ছবি, হায় হারায়ে ছিল কি।
পুন সে পরশ পেয়ে এবে উথলি ওঠে কি!
আবার হে পল্লী! আজি তোরি কাছে আসিয়াছি,
প্রাণ আজি ব'লে ওঠে তোরে ভাল বাসিয়াছি।

ওগো পাতা ধীরি দুলি কেন ডাক কি যে কথা,
কি মধুর শোভা মরি, বারেক চুমিব হেথা।
ওগো কি কোমল কর, গলাখানি বেড়ি ধরে,
পেলব অধর বুলায়, কি সুখ পরশ রে।
স্নিগ্ধ মাটী পায়ে লাগে, নয়ন রঞ্জন শোভা,
ফল ফুলে পল্লীরাণী, সাজিয়াছে মনোলোভা।
আমি গো এদেরি, ওগো এরা যে আমারি
স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা, আমরি, আমরি।

নগ্নদেহে তুমি কে গো চলি যাও হাসি হাসি,
তোমারেও ভালবাসি, তোমারেও ভালবাসি।

লতা পাতা।

শ্যামল বরণ তব, সরলতা মাখারে।
ইহাদেরও ফলফুলে নাহিক প্রভেদ রে।
আমি পল্লী ভালবাসি, পল্লব ভালবাসি,
স্নিগ্ধমাটী ভালবাসি সবুজ গো ভালবাসি।
ইহাদের মধ্য দিয়া তুমি যাও কে ও চলে,
ইহাদের সাথী বুঝি আমারও সাথী হ'লে।

সলিল বিমল কিবা স্নিগ্ধ মাটী চুমেরে,
ঘাসের কোমল শোভা মনোলোভা লাগেরে।
সুচিকণ গাভী শু'য়ে, চোখ বুজে ঘাস খায়,
কি সুখ ওদের মরি, ঘাস পরে ঘুম যায়।
ফুল ফুটে রহে হোথা, ফুল-হাসে কিবা সুখে,
আদরে চুমিব ওরে, ধরিব আদরে বুকে।
পল্লীর বনছায়া, সুনিবিড় আম্রশাখে,
কোকিল কুহরে সেথা, মন ভুলে পথে পথে।

বধূ

পুকুরের পাড়ে নিতুই নেহারি বধূ আসে যায় কাজে,
নোলক দোলান মুখখানি আলো বড় সুন্দর রাজে,

লতা পাতা।

আম্রের পরে কোকিলা কুহরে ঘন বন কাঁপি যায়,
বধূর হৃদয়ে গভীর মনেতে বারেক শিহরি রয়।
বধূর অঙ্গের কাল পাড় খানি পড়ে পুকুরের ঘাটে,
গভীর অতল পুকুরের জল নিবিড় সে কাল বটে।
ঘনছায় তীরে পুকুরের নীরে একলাটী বধূ রাজে
তিনটী প্রহরে নিতুই নেহারি বধূ আসে যায় কাজে।

পুকুরের নীর গভীর সে থির আঁধার করেছে বাসা,
ভোর বেলা সেথা রবিকর রেখা দেয়না আলোর আশা।
ঘনবন শাখে পুকুরের পথে লতাবন দুলি পড়ে
বধূর সবুজ কর পঙ্কজ শ্যাওলার দলে নড়ে।
দুপুরের কালে পাতাময় জালে পশেগো আলোর বাণী
পুকুরের নীরে রবিকর পড়ে পরশে পঙ্কখনি।
এমন সময় হাঁস বুকে রয় বধূ সেই ঘাটে রাজে,
তিন্‌টী প্রহরে নিতুই নেহারি বধূ আসে যায় কাজে।

বৈকাল বেলা কুহরে কোকিলা অলস পুকুর পাড়ে,
কুহু কুহু করি মন ভেদ করি, বধূর মনটী নড়ে।

লতা পাতা।

অলস সে কায়া মন্থর ছায়া সবুজ শ্যাওলা দলে,
সেই ফাঁকাক্ষণে কি জানি কি মনে বধূ আসে আম-তলে।
ঘনবন শাখে কোকিলা কি ডাকে বধূর মাথার পরে,
চকিতে সে বধূ শিহরি গো শুধু কালা মুখখানি হেরে।
সন্ধ্যার ছায় দীর্ঘশাখায় কালো জল সেথা রাজে,
তিন্‌টী প্রহরে নিতুই নেহারি বধূ আসে যায় কাজে।

কোকিল

কোকিল তোমার ঝোপের ভিতর
শুধুই ডাক বনে,
তোমার কুহুর যতই শুনি
চম্‌কে উঠি মনে।
হায়রে তোমার ঝোপের বাসায়,
লুকান কত ফাঁদ।
(যদি) পথের পথিক সহসা সেথায়,
ভুলেই পড়ে যান ;
সে বিরল গভীর কুঞ্জ বনের,
সন্ধানটী গোপন।

লতা পাতা।

সে যে লতা পাতার নিলয় ঘেরি,
মায়ার আবরণ।
যদি উন্মনা সে অধীর গতি,
বেধে পড়েন বধূ।
আরো গভীর জালে জড়ায়ে তাঁরে
কোকিল ডাক শুধু।

বিচ্ছেদ

তরণী বাহিয়া আজি চলেছি প্রবাসে
দীর্ঘ অবকাশ পর। ঘন দীর্ঘশ্বাসে
ক্ষুব্ধ মন। যাপি বহুদিন স্বপ্নসম
অনন্ত উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ যেন,
মাঠে ঘাটে প্রান্তরে বনে, আজি প্রবাসে
চলেছি। স্মৃতি খানি কাঁদি ওঠে হতাশে।
দুই পাশে বনছায়া। ঘন আম্রবনে।
আমার হৃদয় খানি যেন সযতনে
রেখেছে আবরি, বিষাদিত মনে আজি
নিরখি উজ্জ্বল রবি কর, বনরাজি
উদাস দাঁড়ায়ে

লতা পাতা।

গ্রামপ্রান্তে বনরেখা,
সেথা হতে ভেসে আসে প্রকৃতির শেখা
অতি সুমধুর কোকিল গীতি, কিবা সে
এনে দেয় মনে। রবি কর হেথা পশে
সোনার বরণ মাখি হাসিময় আলো
খানি, সেথা নদী তীরে সমীর দোলানো
সবুজ সে ধান্যবন কচি অঙ্গে দুলে,
সুশীতল বায়ু ভ'রে পড়িতেছে হেলে,
কার বিলোল পরশ আশে। আজি চলি
কোন দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া। নিরিবিলি
ওঠে কলতান, শুনি অস্ফুট কূজন
বিহগ নিনাদ তরুপরে, হায় মন
আলোড়িত অতলারে কিবা স্মৃতিমোহে!

(সেথা) দুগ্ধ স্রোত সম নদী ব্যাকুল প্রবাহে
ধেয়ে চ'লে যেত শ্রান্তিহীন কলরোল
মাঝে। উদার সে নদীবক্ষ, নিরমল
কুল। কভু উড়ে সাদা পাল, সমীরণ
ভরে। মধুমতী পরে বহিত উজান

লতা পাতা।

তরী। কত তরী গান গেয়ে গেয়ে ভেসে
চলে যেত, কত দূরে দূরে বাঁক পাশে
দেখা যেত পালখানি, হিলোলে ঘুরিয়া
যেত। কিবা সে অনন্ত কল্লোল ধ্বনিয়া
উঠি, শান্তির অফুট আরাব, বিলীন
হ'য়ে যেত সন্ধ্যা ক্রোড়ে ঢালি মর্ম্মতান।
অমল নদীর পাশে শুভ্র নবতট
ভূমি, মরি, কোমল হৃদয়খানি দিত
মেলি, তারি পরে সবুজ সে কচিধান,
হেরি, আমার এ হৃদয়খানি, আপন
মিলাতে চাহে সে তটপরে, সুকোমল
তনু সনে। নদী তটে মৃদুল অনিল
দোলাইত ধান্যশীর্ষে, আমি আত্মহারা
হয়ে অতুল পুলকে প্রকৃতির যত্ন করা
শ্যামল শোভার মধ্যে করিতাম মম
সান্ধ্য ভ্রমণ। শস্য বালা যেন সরম
ভরে দিত মোরে পেলব চুম্বন। তরু
শাখে তটপরে কোকিল কুহরে কভু;
বনের শ্যামলতা মরি ভালবাসিত
আমারে, পল্লবদল ধীরে দোলাইত
আহ্লাদে কত, আমি যেতাম ভুলি।

লতা পাতা।

ধীরে
সেথা গোধুলি আসিত নামি, পাখী ফিরে
যেত আলয়ে. অস্ফুট ধ্বনি শুনিতাম
আমি বৃক্ষনীড়ে, জল নিয়ে ধীরে, গ্রাম
পানে চলে যেত বধূ শ্রান্তপদে। কত
ক্ষণ পরে আর দেখা যেত নাত! কল
কল ব'য়ে যেত নদী। সন্ধ্যা ফেলে ছায়া,
মৌন আঁধারে মুহ্যমান। গাভী ঐ দাঁড়ায়ে
এক দৃষ্টে পথ পরে। ভিখারিণী মেয়ে
একাকিনী ক্লান্ত পদে চলি যেত, শেষে
যেত পথ ঘুরি। পৃথ্বি বিরহিনী চাহি
র'ত শোকাকুলা ;—

হায়! কোন স্থানে রহি
আমি, ছল ছল তরী বহে, সন্ধ্যা আসে
প্রবাস পথেতে এবে। হেথা দুই পাশে
বন ছায়া, নদী জল আবরে আঁধারে
গ্রাম ছায়া মাঝে কুটীর প্রদীপ ধীরে
উঠিল জ্বলিয়া। নদী পাশে গাভীগণ

লতা পাতা।

কৃষকের সাথে গোধূলিতে গৃহপানে
ধায়। মোর মন ধায়, যেথা পল্লীমাঝে
সাঁঝের আকাশে নক্ষত্র কতনা রাজে।
প্রণতা বধূর ছবি তুলসীর মূলে,
ওগো জাগে মোর চিতে! কাল নদীজলে
তরী চলে ভেসে ভেসে কোথা রহে কূল
ওগো,—

আজি সাধ হয়, মাধুরী অতুল
আছে যা জগতে, এ জীবনে সুখ-রাশি
পেয়েছি যা কিছু, মোর পল্লী শোভা-হাসি
সনে দেব কি তুলনা! বাল্যস্মৃতি, মোর
মরি, পল্লীর সৌন্দর্য্য মাঝে, আঁখি-লোর
সহ ভাসে হৃদে।—কল্পনা ছবিটী আঁকা
নন্দন-কানন চিত্রে—তপ্ত অশ্রু মাখা,—
ব্যথিতের করুণ-বেদন।

জ্যোৎস্নার
আলো ছড়াল সলিলে এবে। আকাশের
ভালে শোভে হাসি-চাঁদ-মুখ। জলে স্থলে
ঝরিলরে সুধা-কর-ধারা।

হৃদি তলে
আহত বেদনা কি যে উঠিল জলিয়া
এই শান্ত-সুধা-রশ্মি-পাতে, বিদারিয়া

বুক!—মর্ম্মশ্বাসে বাতাস বহিয়া গেছে
দীর্ঘ-শাখা পরে। পাপিয়া গাহিয়া গেছে
নিশার দ্বিতীয় যাম।—সেথা একা আমি
বসে শুধু। ভাবিয়াছি, এই পল্লীভূমি
সহস্র অতুল সুখে পালিয়াছে মোরে;
এরি মাটী দেছে মোরে সরলতা, ভ'রে
নবীন-হৃদয়। এরি কল্পনা আমার
জীবন-মুকুলে রাঙিয়া দেছে আশার
স্বপন। বাল্য-জীবন যখন, তরুণ
আনন, অবোধ প্রকৃতি ল'য়ে কানন-
কান্তারে, কচি ঘাস-ভরা পথে, শ্যামল
মাঠেতে ভ্রমিতাম লক্ষ্যহীন বিরল
প্রদেশে, যেন রঙীন প্রজাপতি উড়ি'
নিরর্থক, যায় যথা তথা ঘুরি ফিরি।
জননীর সম, এই জন্মভূমি, মোর
বালক হৃদয়ে, মম কোমল হিয়ার
ভিতর করেছিল সজ্জিত কল্পনার
রঙ্গভূমি সযত্ন লালনে।

নিরাশার
ব্যথিত আঁখিতে ম্লান হ'য়ে পড়ি গেল
অপরূপ জ্যোৎস্না লাবণ্য। নিভে গেল
তটিনীর শোভা চন্দ্র-করোজ্জ্বল। মায়া

লতাপাতা।

মায়াজাল হৃদয়ের পরতে বাঁধিয়া
জড়ায়ে রেখেছে মোরে। এ বন্ধন, হায়
কেমনে ছিঁড়িব, কেমনে ভুলিব তায়।
এই শশী হাসি-হাসি ভাসি যায় দূরে,
রজত কৌমুদী-রাশি উছলিয়া পড়ে।
তরঙ্গিনী কল্লোলিনী বাঁশরী বাজায়
পল্লব-গলিত-জ্যোৎস্না বনানী ভুলায়।
আমি ভাবি কত কথা, কত স্মৃতি-রাজি
মথিয়া উঠিছে হৃদে, সযতনে আজি
গাঁথিব কি সেই রত্নহার। যদি এই
ভাল লাগে, নত মুখে ব'সে ভাবি তাই।—
স্মৃতির স্বপন।—এরে নহে স্মৃতি মানি,—
হৃদয়ের মরম স্থান—উৎস ভূমি,
নাড়ীর সংযোগ—তাই আজি বিচ্ছেদের
কালে, প্রাণ কাঁদে গুমরিয়া, মরমের
যত পাশ, চরণে জড়ায়ে ধরে। ছবি
রাশি যত গেথেছি হৃদয়ে, বলে "কবি
ভেবে দেখ, কোথা ভিন্ন তুমি! জীবনের
মাঝে, যদি, বিচিত্র উদ্ভ্রান্ত বেশী হের
কভু আপনারে, কভু নাহি মনে পড়ে
আমাদের স্মৃতি, তবু জানিও অন্তরে,
আমাদেরি মর্ম্ম দিয়ে রচা সিংহাসনে

লতাপাতা।

বসি রবে তুমি। ওগো প্রিয়তম! মনে
রে'খ ভালবাসা! মুছনা এ আঁখিজল,
হৃদয়ে গাথিয়া রেখ মুক্তা হার তুল।"
সকরুণ বিদায়বেদনা মথিল এ
মর্ম্মখানি। দূর স্মৃতি অশ্রুরুদ্ধ বাষ্পে
হ'ল জড়ীভূত। মন মাঝে, শুধু মৌন
বেদনা এক রহিল জাগিয়া। নয়ন
চাহিয়া র'ল দিগন্তের পানে। সেথা
জ্যোৎস্না লাবণ্যময়ী শুধু নৃত্য-রতা।

পল্লী-স্মৃতি।

ছোট পল্লীর সুখময়নীড় বনে বনে ঘেরা ছায়া
ছেড়েছে যে জন সে জানে বেদন, ফিরে-ফিরে-চাওয়া-মায়া।
বনশ্যামলতা ফুল ফল পাতা দূরে দূরে নদী বাকে,
আখিনীরে কিসে, যাবে চলি ভেসে, স্মৃতিখানি শুধু রেখে!
তাই মনে পড়ে, এই ছবিটীরে, চোখে জল, মুখে হাসি,
লেখা রয় বুকে ছবি একে একে, ওগো এরে ভাল বাসি।
মনে উঠে পুন বিদায় করুণ ছি ছি একি ব্যথা ম্লান,
যাব হাসি হাসি বিদেশে প্রবাসী, নূতন উদ্যম প্রাণ।

লতাপাতা।

যত কথা প্রাণে সান্ত্বনা আনে যত উৎসব-রাশি
পরাণ মাঝারে, ফুটাই বিথরে, শোভা গান কত হাসি।
তবু তার মাঝে মৌন বিরাজে ম্লান পল্লব আঁকা,
নত আঁখি দুটী ধীরে উঠে ফুটি, সন্ধ্যার ছায়া মাখা।
পল্লীর স্মৃতি হৃদি ভরা প্রীতি একে একে ফুটে উঠে
(সে যে) ম্লান ছায়া মাখা ঘাটে মাঠে আঁকা, মরমে মরমে লুটে।
এই মাঠখানি আজো রহে জানি শ্যামল ঘাসেতে ঢাকা
চিহ্ন কি তার আছে কোন ধার ! আছে কোন স্মৃতি আঁকা।
কৈশোর বেলা ফুটবল খেলা সন্ধার আগে আগে
সোনার তপন কোথা সে স্বপন হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে।
ধীরে ধীরে ব'য়ে গেছে শেষ হয়ে অতীত দিবসগুলি
মাঠ ভরা প্রীতি ঢেলে গেছি নিতি যাতনা বেদনা ভুলি ;
মনে পড়ে মোর সুখ-কৈশোর সুখ-ফুটবল খেলা
কত মাঠ ভেঙ্গে গেছি ভিন্ গ্রামে আসিতে রজনী বেলা।
নব প্রণয়েতে গৃহে ফিরে যেতে হৃদয়ে ব্যথার টান,
নদী ধারে ধারে নিছি প্রাণভরে কলমর্ম্মর তান।
নদী তীরে খেয়া যাইনিত পাওয়া সেথা কলরবে তৃপ্তি
আকাশের তলে তারার জটলে প্রলেপে মুছায় ক্লান্তি ;
আকাশের তারা হেরি প্রাণ-হারা মধুর সন্ধ্যাখানি
সমীর আবেশে গেছি ভেসে ভেসে মিলন রজনী মানি ;
আজি পড়ে মনে বন-ভোজনে দলে দলে সবে মাতি
আম্রের তলে ছায়ায় বিরলে খেয়েছি পর্ণ পাতি।

লতাপাতা।

হরষে উল্লাসে বিভোর আবেশে নানা মতে কাজ করা
শরৎ প্রভাত উঁকি মেরে যেত, বনফাঁকে রহি মোরা।
বাণী পূজা তরে উৎসব ভ'রে কত স্মৃতি মনে আঁকা,
ছোট হাত গুলি পুষ্পাঞ্জলি চন্দন মুখে মাখা।
অমল বসনা শ্বেত শোভনা গরিমা কিরীট ভাসে,
মুক্তার করে বীণা ঝঙ্কারে মাঘ বিশদাকাশে।
পল্লীর সেই পল্লব ছায়ে মনে পড়ে ওগো মাতা
নবনী কোমল ছোট শিশুদল কত নিবেদন কথা।
তখন ফাগুন প্রথম রঙীন কচিকিসলয় সহ
রাঙা ফাগ মারি পিচকারী ছুড়ি রাগে রঞ্জিত দেহ;
নব পল্লবে উল্লাসে সবে বন মর্ম্মরে মাতি,
ফাগুণ আবীরে অন্তর ভ'রে কেটেছে দিবস রাতি।
ওগো গোপভূমি ছিলে প্রাণভূমি, স্বস্তির আগার মোর,
কত না কুটীর ওপারের তীর প্রথম শীতের ঘোর।
দেয় দোল-দোল শস্য বিভোল সমীরে সমীরে খেলা
ঝিল পাশে পাশে দলে দলে ব'সে অপরাহ্নের বেলা।
প্রসাদী সুরে চাষী গান ধ'রে পাখী ফিরে যায় শ্রান্ত,
ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যার ছবি, মুগ্ধ সবার চিত্ত।
বাঁশডাল গুলি র'ত গলাগলি মায়ার স্বপনে বদ্ধ,
সন্ধ্যাতপন গেছে কোন খ'ন বুলায়ে সোণার দণ্ড।
জ্যোৎস্না যবে নামিত নীরবে ঝিল সৈকত পরে,
মধুর হরষে পরাণ উলসে যেতাম বিজন ধারে।

লতাপাতা।

পাপিয়া লহরী সঙ্গীত মরি উঠিত নিশীথ টুটি,
(আমি) আপনারে ভুলি পড়িতাম ঢ'লি চেতনা যাইত লুটি।
মধুর স্বপন কুঞ্জ মিলন চেতনা রহিত ভোর,
অতীত সেদিন স্মৃতি অমলিন তাই ঝরে আঁখিলোর।

শীতকালে মোরা রাইফুলে ভ'রা গিয়াছি শস্য ক্ষেতে,
রাত্রির কালে রস চুরি ক'রে খেয়েছি জ্যোৎস্না মাঠে।
হায় সে বরষা সলিল সরসা জলে জলময় দেশ,
আমন ধান্যে সবুজ বন্যা মাঠেতে ভরে অশেষ,
পাল্লা দিয়েছি জিতেছি হেরেছি ডুবায়ে দিয়েছি তরী,
হাসাহাসি করি অঙ্গ মাখামাখি পরাণ গিয়াছে ভরি।
পার্সির দিনে বাহু বন্ধনে রাত না যাইতে ভোর,
হায়রে সে রাখী! ভ'রে আসে আঁখি হায়রে হলুদ ডোর।
কুসুম শোভিত পল্লীর পথ কত গেছি নিরজন,
আম্রের শাখা শির পরে আঁকা, থরে থরে ফুলবন।
আজিকে ঐ যে কোকিল ডাকিছে পুন কুহু কুহু স্বরে
সুখের মিলনে প্রীতি বন্ধনে শুনিয়াছি কত ওরে।
নব বৈশাখে মধুর প্রভাতে কুসুম তুলিতে যেয়ে
নবীন ফাগুণে আম্র কাননে সহসা উঠেছে গেয়ে।

মধুর জীবন অতীত স্বপন ফিরিবেনা ফিরিবেনা,
মনে পড়ে যত চঞ্চল মত, এসব আর পাবনা।
মনে পড়ে হে! এই নীড় গেহে, ছিনু ভাই ভাই মত,
নিবিড় প্রেমে ধরিয়া মরমে, এই সব আরো কত!

লতাপাতা।

মনে পড়ে আজি যেই পথে গেছি নিতি নিতি যাওয়া আসা,
সেই পথ ভ'রে ছড়ান রহেরে পরাণের ভালবাসা!
শুকায়ে যাবে কি কুসুম হাসিটী ঝ'রে কি পড়িবে দল,
এই পথে আর আসিব আবার ফেলে যাব আঁখি জল।
সেই ফল হাসি যত ভালবাসি পুনঃ দেখিবার ছলে,
বিজন বাতাসে কাঁদিব হতাশে ভাসি নয়নের জলে।
এইমাঠ ভ'রে ঘুরিব যবেরে কেহ চিনিবেনা আর,
বিজনে কোকিল জাগাবে অনল জীবন বিষম ভার।
তবে মুছে ফেল স্মৃতির অনল মোছরে অশ্রু-রেখা,
শূন্যরে আশা, হায় ভালবাসা হৃদি শুধু বিষ মাখা।

পল্লী বালা।

পল্লীর সুশ্যামল আম্রবন-ছায়ে ঐ
যে কোকিল কুহরিছে কর্ণভেদ করি

লতাপাতা।

বড় তীব্রস্বরে, ওরি সাথে কতদিন
হেরিয়াছি তারে এই ছায়া-পথে, লীন
হ'য়ে রহে শ্যামল পল্লব মাঝে। নাম
ছিল তার আন্নাকালী, বর্ণ ছিল শ্যাম
কিসলয়। আন্না, আয়না, ময়না, পান্না,
ঘেন্না কত নাম ছিল তার। ওগো না না
অনাদৃতা নাম তার। ছিল নদী ধার,
বিজন প্রান্তর আর পুকুরের, পাড়।
ঘন আম্রবন বিচরণ নিতি। হায়,—
বার বার মনে পড়ে।

হেথা নিরালায়
বাতাস হু হু শ্বাসে কাঁদি ফিরে বিজন
মাঠে মাঠে। নদী হোথা পড়ি রহে যেন
প্রকাণ্ড মরা সাপ, উল্টায়ে সাদা, এত-
টুকু নাহি চঞ্চলতা। সেই মাঠ ঘাট
সব যেন খা খা করে, ভুলে গেছে পূর্ব্ব
কথা। কুসুম পড়েছে ঝরিয়া, ভ্রমর
ভুলেছে আসিতে। সব মৌন বিজনতা
মাঝে কোকিলের ডাক বহিছে বাৰ্ত্তা
পূর্ব্ব স্মৃতিময়—আর কান্না—আন্না—হা হা
দারুণ হুতাশে।

লতাপাতা।

সে ছিল পল্লী প্রতিমা
সঞ্চারিণী আনন্দ মূর্ত্তি, যেন সজীব
লক্ষ্মী। কত যে হেরেছি তারে, এই রব
হীন পল্লী মাঝে হৃদয়-আনন্দ সনে
কত গো কহিব। হেথা গাঁদা ফুল বনে
ছোট বেড়াখানি, বাঁশ বনে কুক্কুটীর
ডাক। বাঁশ কাটা ঠক্ ঠক্ কৃষাণের
কাজ। এই মত পল্লীর শত বিজন
কর্ম্ম গতি মাঝে হেরিয়াছি তারে যেন
আনন্দের ঘূর্ণিবায়ু। সে ছিল চঞ্চল
প্রতিমা নিস্তব্ধ পল্লীর — আজি বিরল
পল্লী হারায়ে তারে, রহে শোক-মূর্চ্ছিত
সম।

সে মোর অশান্ত পল্লীবালা আট
বছরের মেয়ে। সদা নেচে বেড়াইত
পল্লীময়, কারো কথা কভু না শুনিত
যেন নির্ঝরিণী। কত হেরিয়াছি তারে
আমরুল বনে দ্বিপ্রহরে, বৃক্ষপরে
দোলাইয়া পা দু'খানি। নামিতে বলিলে
ডাল নাড়ে। দূর হ'তে পিতাকে দেখিলে

লতাপাতা।

শান্ত স্থির। কখনো বা দেখিয়াছি তারে
দৌড়িতেছে পাখী ধরিবারে বিল তীরে।
কখনো বা বিলে নামি ঘোলা করে জল,
মাছ ধরি বলে। নিরতিশয় চপল
প্রকৃতি : দুপুরে কাদা মাখা হ'য়ে বাটী
ফিরে। প্রচণ্ড ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে বিজন মাঠ
ছিল তার ক্রীড়া-ভূমি। হেরিয়াছি তারে
বৈশাখের রৌদ্র তলে উন্মুক্ত প্রান্তরে
যেন ছবিখানি, ধরিয়া বৎস-শিশু
গলা। চক্ষু মুদি চর্ব্বণরত সে পশু
গদ্‌গদ রহে মানব আদরে। আজিরে
সেই স্নেহ-নিবিড় শুভ্র-মূর্ত্তি বালারে
হেরি যেন নয়ন সমুখে ভাসে। হায়,
মৃত্যু কবলিত ভাবি শিহরে হৃদয়,
অকালে হরেছে তারে কাল!

প্রকৃতির
সহস্র সৌন্দর্য্য মাঝে, দ্রুত হরিণীর
গতি, হেরিয়াছি তারে পল্লীরাণী সমা।
আনন্দ নির্ঝর—উন্মুক্ত-অলক-রমা।
উচ্ছল গেছে সে বর্ষার অতল জলে

লতাপাতা।

করবী এলায়ে। শরতের শতদলে
শুভ্র-বসনা চয়নরতা হেরি তারে।
বসন্তের মুঞ্জরিত তরুশাখে কুহরে
কোকিল। বনমাঝে উধাও ছুটিয়া সে
কুউ করিয়াছে কত। আকুল বাতাসে
কেশ উড়াইয়া, মর্ম্মরিত উপবনে
তুলিয়াছে যুঁই, বেল, চাপা, নিরজনে
মালা গাথিয়াছে কভু। হেথা বৈশাখের
মধুর প্রভাতে হেরিয়াছি কত তারে
বাপীকূলে পল্লবছায়ে। মধুরা বালা,
পথে পথে খেলিয়াছে বন করি আলা।
হায়! কামিনী কুসুম হবে বৃন্তচ্যুত
অকালে যে বজ্রাঘাতে কে তাহা জানিত,
নিষ্ঠুর শমন অতি;—

আজি আলোড়িত।
স্মৃতিতল, ব্যথিয়া উঠিল মর্ম্ম কত
কথা ভাবি। এই পল্লীভূমি, এই শ্যাম
বন-ছায় আমার মনের সকরুণ
লীলাভূমি, স্মৃতির অনন্ত রত্নাগার।

লতাপাতা।

কত সাথী বন্ধুজন ছিল হেথা মোর
ঐ কোকিলের কুহুসনে মনে পড়ে তা
সবারে জ্বলন্ত দাহসম। বিজনতা
ভ'রি দেয় তারা মোর। আজি তারি সনে
এই স্মৃতির পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে মনে
পড়ে সেই অকাল কবলিতা দরিদ্রা
পল্লীবালারে। পরাণে বাজি উঠে দাগা।
হায়! হায়! কত কাছে ছিল সে যে মনে,
এই পথখানি পরিচিত তারি সনে।
এই পুষ্প বৃক্ষটী গো আজি গরবিনী
কুসুম-শোভায় বহে তার স্মৃতিখানি:
দুরন্ত প্রকৃতি তার, তবু ছিল কত
ভালবাসাময়। পল্লী কভু ভোলে না ত
কোমল পল্লব রসে সরসিতে হৃদি।
আহা, মনে পড়ে একদা শ্রাবণ চাঁদে
স্নানালোক প্লাবিত করেছে অবনী,
ছিন্নমেঘে লুকোচুরি খেলিছে গগনে
চাঁদ। শুধু বিষাদের আলো-ছায়া ভ'রে
দেয় মন, আমি সে নির্জ্জন পথপরে
শূন্য হৃদয়ে কি যেন ভাবিতেছিলাম।
শ্রাবণের চাঁদ অজানা বিরহ সম,
ব্যথায় আলোড়ি দেয় হৃদি;—ছিল, ছিল,

এবে নাই, নাই। কান্না আসে শঙ্কাকুল
মনে। হেন সময় নিশীথে সচকিত
পদশব্দে চাহিনু ফিরিয়া, আজি কত
মনে পড়ে সেই কচি মুখটুকু—আন্না
সেথা কাছে আসি দিল সচন্দন
ফুল ঠাকুর-প্রসাদ। সর্ব্বরোগ যায়
সারি তাতে। নারায়ণ দৈবে নিরাময়
সর্ব্বব্যাধি। আহা সেই সরল বিশ্বাস;
আহা সেই শুভ ইচ্ছাটুকু! হতাশ্বাসে
বলি, 'ওগো শুভাকাঙ্ক্ষিনী কিছুই আর
নাই তোর করিবারে এ বিপুল ভার
জগৎ মাঝারে। তাই চলে গেলি শুধু
রাখি শীতল নিশাসটুকু এই ধূ ধূ
মরুবক্ষে। আর ত আসিবি নারে, নিবে
গেলি অনন্ত আঁধারে; চিহ্ন কিছু রবে
না ত আর এ পৃথ্বিপরে!

আহা, বালিকা

জীবনের প্রভাতে ফু'টে ছিল যূথিকা
ফুলের মত, বাতাসে হেলিত, দুলিত,
খেলিতরে, পৃথিবীতে হাসি বিলাইত।

লতাপাতা।

হায়! প্রভাতের আগে ঝরিয়া পড়িল,
হৃদয়ের অস্ফুট সুবাসে না জানিল
কেহ। জীবনের এই অনন্ত যাত্রায়
অনন্ত উদ্দেশে কত শত প্রাণ যায়
বুদ্বুদের মত মিলায়ে, কে খোঁজ রাখে!
অনাদৃত নিভৃতে চলিয়া যায় কে দেখে?
আপনার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
সঞ্চিত ব্যথার কাহিনী নিয়ে ডুবে সে
অনন্ত অতলে, চিহ্নমাত্র রহে না ত
এ সুবিপুলা পৃথ্বিপরে, লোকে বিস্মৃত।
সে এসেছিল হায় অনাদৃতা, আর না
বলি প্রত্যাখ্যাত জনম তার; ময়না
ডাক শুনিবার আগে অনাদৃতা চলে
গেল, চির শান্তি লাভ প্রকৃতির কোলে।
আহা সেই পরিত্যক্ত হৃদি খানি চায়
স্নেহের সিঞ্চন সরস-সুধারা, তাই
হাসি মুখ খানি ধরে সবার সমুখে,
যদি কেউ হাসি মুখে, ফুটি তোলে বুকে
(মরি) মরুর কুসুম। যদি বারেকের তরে
শেষ ক্ষণেও অনাদৃত হৃদয়টিরে
ডাকরে স্নেহের সুস্বরে এ মহাপুণ্য
তব জেন মনে। মুমূর্ষুর আশাদান,

লতাপাতা।

আহা মানব সন্তানে দয়া। হায়, আজি
বিরলে বসিয়া আলোড়িছি চিন্তারাজি;
জীবনে জটিল বিচিত্র গতিতে কত
সাথীবন্ধু ঘটনার প্রবাহে, হয়ত
ভুলিব এ ক্ষুদ্রা দরিদ্রা পল্লী বালারে
কিন্তু এই ক্ষণে মন শুধু হাহাকারে
ভাবি তার কথা। অনাদৃতা পল্লীবালা,
মোর স্নেহ সনে দিই এই অশ্রু মালা।

দুঃখ দূর।

নীরু তখন বছর বার বয়স
কল্‌কাতাতে চাকুরি করবে বলে
খোসামোদ কাঁদাকাটার বহু মেহানতে
আত্মীয় বাটী একটু ঠাঁই নিলে।

হলদে চোখ পেট্‌টী মোটাতার,
ম্যালেরিয়ায় শুষ্ক হাড়ের ভার,
"খেয়োনা কিছু লঙ্ঘন দাও জ্বরে;"
রোগ সারে কি তাতে

লতাপাতা।

নীরু যখন ভাল থাকে শুয়ে শুয়ে ভাবে
মা'র দুঃখ চাক্‌রি কর্‌লে একেবারে যাবে.
হায়, স্বপন দেখে রাতে।

কল্‌কাতার সহরেতে কত বড় লোক,
ল্যাণ্ডো ফিটন্‌ মটর চ'ড়ে যায়,
জান্‌লা পাশে নীরু শুয়ে দেখে আর ভাবে,
কেউকি হোথা ডাক্তার আছে, হায়!

ওষুধ দাম? সবাই দিতে পারে,
কেউত হায় দেয়না কভু' তারে,
(যদি) দশটী টাকা পায়রে এখন সে,
কেন, পাঠায়ে দেবে মারে।

গৃহস্থ বলে নীরু অন্য যায়গা দেখ,
এই পথে দেখা যায় হোটেলের পথ,
তার, কেউ যে আর নাইরে।

নীরু যখন জ্বরের জ্বালায় বেহুস পড়ে থাকে
ডাকে শুধু—আমার দুঃখী মা
বজ্র বাণ—রামের বাণ হারিয়ে দিয়ে সে যে
কুটীর মাঝে ডাকে আমার মা,

লতাপাতা।

হায়রে! মার কোমল হৃদি খানি!—
আঁৎকে ওঠে দারুণ ব্যথাই মানি
নাড়ী ছেড়া সন্তান আছে যায়,
সেই জানে সে তুষের দহন খানি
মা আমার—মা আমার 'হায় রে সে আহ্বান!—
আপন কাজে মত্ত বিশ্ব দেয় না কভু কাণ
আশঙ্কাতে লুটে পরাণী।

অবিরাম নীরুর জ্বর মোটে ছাড়ে নাক,
নয় দশ দিন টায়ফয়েডের জ্বর
গৃহস্থ ব'লে 'ম্যালেরিয়া অম্নি অম্নি সারে
নীরু ভাবে 'মা ছাড়া কত করে পর?

হায়রে কোথায় রয়রে জননী,'
সকল চেয়ে আপন বুকখানি
হায়রে! সেই ব্যগ্র মুখে শিয়রে জেগে থাকা
সারা নিশি ভোর

অজ্ঞান হয়ে জ্বরে 'নীরু মলমূত্রে শুয়ে
প্রলাপ বকে "ওগো মা এবার চাকুরি ক'রে
সারবো দুঃখ তোর।"

সংসারে মার প্রাণ বড়ই কেদে ওঠে,
মাস খানেক ত কোনই খবর নাই

লতাপাতা !

হর করার চেনা ব্যাগ্ দেখ্‌লে শুধুই খোজেন

হায় ! লেখা কাগজ তুলেনেন্ তাই।

আকুল ভাবে কেঁদে বেড়ান মা—,

এ সংসারে হায় নাইক, উপমা

চন্দ্র সূর্য্য যেথায় ওঠে, আমার কথা শোন

এমন কিছু নেই রে যেমন মা

একদিনেতে রাত্রি শেষে চম্‌কে স্বপ্ন হেয়ে,

নীরু বলে মা তোর দুঃখ সারব চাকরি করে

রাত্রি শেষেই লুটে পল মা :—

পরদিন লোক খোঁজে, কোথায় নীরুর মা

আত্মীয় বুঝি লিখেছে তাঁর নামে

তাঁরে ছেড়ে, সংসার ছেড়ে নীরু চলে গেছে

অজ্ঞান মা ঠিক্‌রে পল ভূমে।

হায়রে তোর দুঃখ দূর করা

হায়রে মার দুঃখ নিশাহরা

একটু পানি ঝলক্ দিয়ে কেন

কেড়ে নিলি অকুল অন্ধকারে।

"মা দুঃখ দূর কর্ব্ব," "মা কর্ব্ব—চাকরি করে"

সারা নিশীথ কাঁদি ফিরে কেগো বেড়ার ধারে

হায়রে প্রেতের দৃপ্ত তৃষাখানি

মারে তার খুঁজি খুঁজি ফিরে।

বাল্যবন্ধু।

দরিদ্র গেহের ক্ষুধিত স্নেহের সারা অন্তর ধন,
বিধবা জননী অঞ্চলে টানি বুকে লয় নন্দন।
মোর হৃদি মাঝে স্নেহ নীড় রাজে তারি মাঝে তার বাসা
পল্লীর নীড়ে কান্তর তরে কত ছিল ভালবাসা।
ছোট গ্রাম সেই, মাঠ পথে যাই বসি মোরা একসনে
সুগভীর ব্যথা মরমের কথা কত হ'ত কানে কানে।
তার কাল আঁখ প্রাণখানি মাখি চাহিত রে মুখ পরে।
মোর প্রাণ খানি কত স্নেহ মানি পরশিত ধীরে ধীরে
পরাণ বিভোর কান্ত রে মোর ভুবন ভোলান হাসি
হৃদয়ের মাঝে নিভৃতেরে রাজে আজি এই ভালবাসি।

কুটিল পাপের ভুবন মাঝারে কুটিল সে শত পথ,
আমি নয়নের জলে নিবাই অনলে তবু সে পোড়ায় কত।
ওগো দীন-সখা হৃদয়ের ব্যথা চরণ কমলে রাখি।
ব্যথিত যেজন কর'না মোচন তাহার সজল আঁখি।
অপমান বাজে, হৃদি মরে লাজে, কুৎসা রটার সবে,
একি আচরণ, দীনরে যে জন তারি পরে দল বেঁধে!
ধিক্কারে মাতা ত্যজিলেন সেথা দুঃখ-ভরা দেহ-ভার,
(আমি) সেই স্মৃতি মরি হৃদয়ে গুমরি মুছিতে পারি না আর।
অভাগা সে সখা কান্ত রে সেথা নমিল চিতার প্রতি,
জন্মভূমিরে জনমের তরে নমিল বিদায় নতি।

লতাপাতা।

এ জীবনে আমি করিয়াছি স্বামি চরণে কত না পাপ,
স্নেহের-হৃদয় পাশরিয়া হায় দিইছি ব্যথার তাপ।
(আজি) আঁখি জল-ভরা ব্যথার পশরা নিয়ে ফিরি যার তরে,
(তারে) এক ফোটা দানে দুঃখ অপমানে মুছাইনি অন্তরে।
এই ধরণীর ভূভাগের পর কোথায় কান্ত সখা,
ধূলির উপর হয়েছে কি তার শেষ শয্যাটী পাতা?
হায়, স্নেহহীন বন্ধু বিহীন কঠোর জগৎ পরে
সেই কাল আঁখি চায় থাকি থাকি ম্লান হয়ে আসে ফিরে।
সমরাঙ্গনে এই সংগ্রামে জীবন-মৃত্যুপণ,
জননীর ব্যথা আমার সে সখা কোথায় কান্ত ধন।

চিতার অনলে ম্লান আঁখি তলে ঝরেছে যে ফোঁটা জল,
(সেই) মুক্তার হারে মুখানি শোভেরে, আঁখি করে ছলছল,
ধূলায় মলিন ধূলায় আসন, আমার কান্ত সখা,
বাল্যের সাথী যারে ভালবাসি চিন্তায় সদা মাখা।
বহু বরষের বহু নগরের অতীত কাহিনী তারি
হৃদয়ের মাঝে দুলি দুলি বাজে জীবন উঠিল পুরি।
বহুদিন পর সুকোমলকর বাধিলাম হৃদি সনে
সেই কাল আঁখি সেই ব্যথা মাখি চাহিল মুখের পানে।
হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রহিল, মুখর আখির বাণী
কি যে ব্যথা আনে বাজে প্রাণে প্রাণে, আমার কান্তমণি।

কৈশোরের কথা।

সন্ধ্যার নক্ষত্র মৃদু স্নিগ্ধ ভাতি, মানি
তারে ব্যথার দরদী। চূর্ণ আলোখানি
আনে সুষুপ্তি ধরণী উপরে,—মদির
ক্লান্তি-হারা সেই। শ্রান্ত এ দেহ নিবিড়
প্রান্তর পরে—হেরি রাত্রি খানি তারকা
শোভিত—গ্রীষ্মের সুমধুর প্রাণ-মাখা
নৈশ সমীরণ ;—

হেথা এবে থেমে গেছে

ক্রীড়া কোলাহল—হর্ষধ্বনি মিলায়েছে,—
বালকের কিশোর হৃদয়, কত প্রীতি
পাই হেরি,—সংসারের কুটিলতা রীতি
নাহি জানে—ক্রীড়া মত্তসবে—বন্ধু প্রতি
সরল প্রণয় কত,—

দূরে, দ্রুত গতি

বাষ্পীয় শকট চলি গেল, বিসর্পিণী,
আলোকের মালা,—দূর-প্রান্তর-ব্যাপিনী।
কলরব তারি,—কত হৃদে কত আশা
কত ভাষা,—কত মধুর-প্রণয়-বাসা
অথবা দুরাশা নিয়ে গেল বহি, দূর—
দূরান্তরে,—হায়—

লতাপাতা।

আঁধার প্রান্তর পর

নিরাশে রহিনু, পরাজিত যোদ্ধা সম,—
কত কথা ওঠে,—কল্পনার চিত্র, ম্লান
শিরে ভাবি,—আঁখি জল লুটে,—কত স্মৃতি
দ্রবীভূত মরি, হতাশ হৃদয় প্রীতি
মানে কি যে আলোড়িয়া, কানে কানে আশা
কুহরিছে—হারান রতন,—

ভালবাসা

এ জীবনে সেই পুরাতন কথা ওঠে
আজি স্বনি' স্বনি' হৃদয়ে বাহিরে, লুটে—
প্রেমিক হৃদয়। কি যেন নিরাশা পুন,
নাই—নাই—জীবনের ব্যর্থতা দারুণ
হাহাকারে আকুল ক্রন্দনে কত সুখ
গিয়াছে লুটিয়া, মরমে কত দুখ
কেঁদেছে মরম তলে। ওগো ভালবাসা
ভ'রেছে এ জীবন আমার। ভালবাসা
পশরা ভরিয়া দেছে, এ জীবন ভ'রে
বহিব ব্যথার ডালি তাও ভাল।

ধীরে

একে একে চলে গেছে সব, তাহাদের
দিয়েছি বিদায়,—মনে পড়ে বিদায়ের

কাঁদে প্রাণ ভাঙ্গা করুণতা হাহাকার ;
ম্লান আঁখি, অশ্রু সিক্ত মরি বারেবার
চেয়ে গেল মোর প্রতি, আমি পাশরিতে
নারি,—সকরুণ ছবি সেই আবরিতে
সন্ধ্যা এল ঘনায়ে হৃদয়ে। এইমত
বিজন প্রান্তরে রহিনু আঁধারে স্ফুট
তারা পানে চাহি! বিদায়, বিদায়, ছোট
দুটী কথা কত ভাঙ্গিয়াছে মর্ম্মতট
মোর, জীবন-প্রবাহে যত জন চলি
গেছে নিয়ে ভালবাসা মোর, বাহু তুলি,
বলি গেছে বিদায়, বিদায়, আমি কাঁদি
কত লুটায়ে পড়েছি সেথা, মর্ম্মবিঁধি
রহে যত বিদায়ের স্মৃতি।

আজি তাই
ভাবি, কারা এল, কারা চলে গেল। এই
গেহে এসেছিল যারা উৎসব বাতি
প্রতিরাত্রে জ্বালাইয়া গেছে ; ছিল নিতি
সুখ রাতি নিদ্‌ভরা আঁখি দুটী ধরি
প্রমুদিত স্বপনে আমার, ওগো মরি
প্রণয়-স্বপনে আমার,—আহা সোহাগ
চুম্বন-ভরা নিতি জাগরণ, বেহাগ

রাগিণী-স্বপন। প্রণয়—সে যে কৈশোর
সুখ-স্মৃতি খানি—নব-অনুরাগ-ভোর
প্রাণের সঙ্গীত। মধুর কৈশোর হায়
স্বরগ স্বপন যেন ধরার হিয়ায়
শারদ জ্যোৎস্না-রাতি বাঁশীর সঙ্গীতে,
প্রিয়ার মিলন ছবি বিরহীর চিতে
সহসা কোকিল ধ্বনি বসন্তের সনে,
বিস্মৃত প্রণয় স্মৃতি দূর শ্রুত তানে;
উদ্ভাসিত মনে যবে আজি সেই মত,
পুলকে হিয়ার মাঝে ধীরে সমুদিত
কৈশোর স্বপন সুমধুর। মনে পড়ে,
ভাল বাসিতাম কৈশোরের কালে কারে,
কত আকুল হৃদয়ে। মোর মর্ম্ম ভরা
আবেশ বিহ্বল প্রণয় জ্যোৎস্না হারা
নিশিথীনি—সোহাগ শয্যায় দিছি ঢেলে
পরাণ আমার কহিতাম কর্ণ মূলে
প্রেম নিবেদন, কৈশোর পরাণ মোর
দুলি দুলি উঠিত মর্ম্মরি সে বিভোর
রজনী মরি! নিরাশ প্রণয়ে কাঁদিয়া
ফিরেছি কত যে—আহা সাধিয়া সাধিয়া;
বিফল কুসুম প্রেমে ফিরিল যেজন
সে যে পিয়াসী ভ্রমর,—হতাশ-গুঞ্জন

থামিবে না অভাগার,—নিরাশ প্রণয়ী ;—
কৈশোরের আঁখিপাতে ঝরেছিল যেই
অশ্রু অভিশপ্ত প্রণয়ে আমার, মনে
সেই অতুলন। ভাবিয়াছি এ জীবনে
সহিবে না আর—সকরুণ ব্যথা খানি
কাঁদিয়াছে হৃদয়ের তলে, আজি মানি
সেই অশ্রু মুক্তাদল সম, মরি—

আজি,

সন্ধ্যা অবসানে ভাবি মনে চিন্তারাজি,
জীবন তটিনী যদি এই মত ব'য়ে
যেত কুলু কুলু দুকুলের হাসি নিয়ে,
কিবা ক্ষতি ছিল। আমি তরল জীবন
নদী অবাধে ব'হায়ে দিছি, যত্নহীন
হাসি, অশ্রু ফুল রাশি কত ফুটিয়াছে
নদী কূল বনে, কত ঝরে পড়ে গেছে,
আমি পারিনি গাঁথিতে মালা,—ঝরা ফুল
ম্লান গন্ধ তাও কত বাসিয়াছি ভাল।
আজি হেরি প্রান্তরের ঘন অন্ধকারে
কুলুধ্বনি সহসা থামিল, সমাপ্ত এ
তটিনীর গতি, মৃত্যু সনে পরিচয়
নির্ব্বাপিত আঁখি ভয়ে,—

মুগ্ধ নিরালায়

সন্ধ্যা-শান্ত-নদী-কূলে কলমর্ম্মরিত
তানে গেয়েছিল উর্ম্মিমালা, প্রস্ফুটিত
তারা সম নত আঁখি দুটী সেই খ'নে
ধীরে ধীরে অনিমেষ চেয়ে মোর পানে,
ঢেলে দেছে হৃদ-মাঝে সুধার সুধারা।
বেদনা করুণ আঁখি সেই, ব্যথা হারা
যবে কহিলরে মুখ-পানে, অর্দ্ধস্ফুট
মর্ম্ম-ভাষ জানাল বিদায়,— উচ্ছ্বসিত
মর্ম্মস্থল নিভে গেল গভীর আঁধারে।
প্রিয়তম সাথী চ'লে যাবে মৃত্যু পারে,
হেরিয়াছি তাই। ধীরে ধীরে মৃত্যু ছায়া
আসিল আবরি। জীবনের শেষ মায়া,
লুটাল কাঁদিয়া ; জীবনের সাথী সেই,—
পাণ্ডুর মুখপানে আমি চাহিরই
জনমের বিদায়ের কালে। কত স্মৃতি
কত সুখ—কত আশা, মরি, কত প্রীতি
আলোড়িত অভাগার বক্ষতলে শ্বাসে ;
বেদনা মথিত আঁখি ঝরিল তিয়াষে,
যাতনা বাহিরি আসে, ভালবাসা খানি,
অঙ্গার—জ্বালিয়া বক্ষে, কাতর মু'খানি
পুড়িয়া মরমে, ধীরে ধীরে নিভে গেল,

লতাপাতা।

জনমের শোধ। দরদীর অশ্রু দল
বিন্দু বিন্দু ঝরিল সে মরণ-মথিত
বক্ষে,—অভাগার অন্তিম সম্বল। গত
শৈশবের সাথী, কৈশোরের প্রণয়ী সে।
কিশোর-মুকুল-হৃদি প্রেম-লতা পাশে
বেধে ছিল সে, আজি ছিন্ন বন্ধন মরি,
কুলু কুলু জীবনের স্রোত, ধীরি ধীরি
প্রণয় সঙ্গীতে লহর তুলিয়া ছিল
তরতর ভাসি, অকস্মাৎ রুদ্ধ হ'ল
গতি ; মৃত্যুর অনন্ত আঁধারে সুদূর
নিক্ষেপিয়া দৃষ্টি,—আমি স্তব্ধ নত শির
ভাবি ব'সে,—আঁধার পথের যাত্রী সেই
চলি গেলা চির অজ্ঞাত-প্রদেশে, এই
বিষাদ ধরণী পরে ফেলিয়া পশ্চাতে
আমারে, জীবনের গত স্মৃতি অতীতে
হেরি, ম্লান-রশ্মি মালা স্তিমিত আলোক
দেয় দ্যুতি মাঝে মাঝে, নির্ব্বাণ পাবক
পুন। গভীর আঁধারে দৃষ্টি হারা ব'সে
রই জীবনের উদ্দেশ্য বিহীন। পশে
মনে কভু, হোথা মৃত্যু মাঝে পারিতাম
প্রবেশিতে যদি জনমের সুখ ধাম
কৈশরের স্মৃতি গুলি নিয়ে সাথী দল,

লতাপাতা।

মানিতাম সুখের জীবন লীলা হ'ল
সমাপন,—আনন্দ মরণ আমার, নাহি
ছুটি উজ্জ্বল কিরণ ছটা হেরি, চাহি
গৌরব মুকুট। মানি মরিচিকা তারে,
নিভে যাক্ আশা,—নিরাশার অন্ধকারে
স্বপন আলেয়া ভ্রান্তি।

মৃত্যু মুখোমুখি
বসি সমাপ্ত কৈশোর মোর। ভীত আঁখি,
যাপিয়াছি আমি। এপারে আঁধার ঘন,
মৃত্যু ঘনরাশি ঘনায়ে ওপারে, ক্ষণ
মাত্র দৃষ্টি নাহি চ'লে। ভাবিয়াছি সেই
এক দিন, যদি নাহি আর কিছু, এই
অনন্ত বিস্তার বিশ্বে সুখ দিতে মোরে,
কামনা আমার সমাপ্তি জীবন তরে।
প্রাণে যত সুখ গেছে হিল্লোল চঞ্চলে
বহি', পরাণ বাঁশরী যত দেছে ঢেলে
তান ছিদ্রে ছিদ্রে পুরি ধরিতে না পারি
হৃদে, দিবস শর্ব্বরী উঠেছে মর্ম্মরি
যত চেতনা হারায়ে, মনে হয় মোর
সকলি বিফল; ভ্রান্ত কু-আশা বিভোর
রেখেছে শুধু ছলনে ভুলায়ে, নিরাশা
অন্ধকার রাশি, কুঞ্জে অমানিশা, আশা।

লতাপাতা।

কুহরে না শুধু প্রান্তরের অন্ধকার
ভ্রূকুটী ভীষণ কাণে আর।

জীবনের

দুঃখ রাশি কভু হেন ঘনাইয়া আসে
ললাটেতে, মনে হ'য় বিফল প্রয়াসে
কেন আর যুঝি জীবন-সংগ্রামে, যাই
চ'লে মৃত্যু-পরপারে, জুড়াইয়া দিই
ব্যর্থতার বুক ভরা ক্ষত। সন্ধিক্ষণ
একুল-ওকুল, সহসারে শুনি যেন
স্বরগ ঝঙ্কার আশার পুলক বাণী,
উচ্ছ্বসিয়া হৃদি ক'হে "না না এরে মানি
জীবনের নব মন্ত্র" মাঝে মাঝে যদি
নাহি পশে, হৃতশ্বাস অন্ধকার হৃদি
মাঝে—আশার পুলক ছটা, আকাশের
বাণী সম, অসীম—স্পন্দন জীবনের
গতি রুদ্ধ হ'ত কোন কালে। প্রাণ মাঝে
বীণাতারে কাহার পরশ লাগে, বাজে
ঝঙ্কারিয়া তারে-তারে বাঁধা যত তান,
নিমেষে পরাণ খানি সীমার বাঁধন
ছাড়ি, অসীমে হারায়ে যায়, আনন্দের
সঞ্চরণে। হেরি যেন পূর্ণ জীবনের
উজ্জল মহিমা খানি। জীবনের মাঝে

লতাপাতা।

অসীমের খেলা নিত্য এইমত রাজে।
সুখ-দুঃখ অবিরাম, তারি মাঝে নিত্য
সে প্রণয়ী,—ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভাঙ্গি, রুদ্ধ
হৃদয়েরে অভিসারে নিয়ে যায় হোথা
জগতের মাঝে, অসীম—স্পন্দন যেথা
বাজিতেছে অহরহঃ, তার সে প্রাণের
যোগ হ'য়ে যায় এককালে, জীবনের
নিত্যকার সম্বন্ধ-বন্ধন।

কি অমৃত

সঞ্চারিত হ'ল হৃদি মাঝে। ছিল যত
ব্যাথা রাশি, হ'ল দূরীভূত। নব বল
সঞ্জীবিত ক'রে হৃদি নিরাশ বিফল
জীবনে। মৃদু-পদ-সঞ্চারে মোর পাশে
আসি ধীরে ধীরে ব'সে কোনজন। পশে
সুরভি নিশাস মরমেতে। মনে হয়
মোর ব্যথা সনে আছে এর পরিচয়।
কতই কাহিনী মোর, জীবনের স্মৃতি,
সযত্নে অঙ্কিত এর হৃদে, তাই প্রীতি
আশা-ভরা উছলিত। যেন কহে মোরে
শূন্যতার যত ব্যথা আজি হাহাকারে
সুগভীর মর্ম্মজুড়ে তব, একদিন
পূর্ণ করি তাহা, সমুদ্র-প্লাবন সম

লতাপাতা।

আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিবে হৃদয়-মাঝে
সর্ব্বময়। আশার আনন্দে তাই রাজে
এ হৃদয়। যত ক্ষুদ্র প্রণয়ের খেলা
খেলিয়াছি আমি, মিলন-বিরহ-লীলা
ভরিয়াছে জীবন আমার। জ্যোৎস্নার
মিলন-রজনী, মরমেতে সুখভার
লাগিয়াছে, তীব্র সুখে আকুল স্পন্দনে
কাঁপিয়াছে হৃদি, বিরহ-নিশীথ সনে
ঢালিয়াছি অশ্রু। কত জন হাসিমুখে
চেয়ে চেয়ে গেছে মুখপানে, কারো সুখে
হাসিয়াছি আমি, কার তরে হেরি পুন
মৌন ব্যথা দুঃখ-ভার যেন অতুলন,
রাখিয়াছি মর্ম্ম মাঝে। শান্ত সন্ধ্যা টুটি
চঞ্চল হৃদয়ে কারো নত আঁখি ফুটি
ওঠে মরমেতে, কাঁপায়ে হৃদয় খানি।
করুন কাহিনী যত বিষাদ রাগিণী
আকুল সন্ধ্যায় কত মরম বীণায়
উঠিয়াছে বাজি' বাজি', আকুলিত তায়
প্রাণ। কত অশ্রু ঝরে গেছে সেই ক্ষণে
গোপন ব্যথায়, আমি ছিনু আনমনে।
সেই ক্ষুদ্র মুক্তাদল আজি হৃদি আলা
সযতনে দেছে মোর গলে বর-মালা।

লতাপাতা।

শত ক্ষুদ্র অতুল-রতন রচিয়াছে
সিংহাসন অনুপম। এরি মাঝে আছে
অধিষ্ঠিত হৃদয়ের রাজা, জ্যোতির্ম্ময়
প্রেম। গভীর আলোক পাতে এ হৃদয়
চকিতে দেখেছি। জানি এই ঊর্ম্মি খেলা,
নিত্য ক্ষণিক বিরহ, নব-প্রেমলীলা
প্রবাহিত কোথা হ'তে। গভীর হৃদয়ে
ধরণীর কোলাহল নিস্তব্ধ বিলয়ে
লভিয়াছে শান্তি—পশেনাক চঞ্চলতা
মোহ-বর্ণ-চ্ছটা—প্রেমিক বিরাজে সেথা
আপন আনন্দে—সুগম্ভীর মৌনভাব
প্রশান্ত সমুদ্র, নাহি ঊর্ম্মি নব নব
আনন্দের সঞ্চরণ—স্থির নির্ব্বিকার
সুমহান্ প্রকটিত। হৃদয় আমার
চির-তৃপ্ত লভি কাম্যফল নিজ। আশা
হৃদয়ের উদ্দাম বাসনা,—ভালবাসা,
পূর্ণরূপে চির মূর্ত্ত বিরাজিত।

হেরি

আকাশের তলে আলো-মালা জলে, মরি
সেথা কোন মৌন-ব্যথা উঠে। কাল চুলে
কৃষ্ণা রাত্রি ধরণীরে গভীর অতলে

ঢাকে, তারা জ্বলে মণি-ময় জাল শিরে,
গভীর-অন্তর ব্যথা কাঁদিছে হৃদি ভ'রে!
কি এ! বিরহ! এ কোন নারী সুবিপুল
শোক ভরে দীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুজল
রোধে। ওগো হের, আমি আছি হেথা তব
চিরন্তন প্রেমাকাঙ্ক্ষী। হে ধরণি! তব
প্রণয়েতে তুমি পৃথ্বি-মাঝে অন্তহীন
রহি সৃষ্টির আদিম হ'তে। ওগো শোন
মোর হৃদি মাঝে, ব্যথা ছিন্ন ক্রন্দনের
কলরোল উঠে। এ জীবনে বিরহের
নিতুই সঞ্চয়। প্রণয়ের লীলা ক্ষণ
নিত্য পূর্ণ করি লয় হৃদি। আসে পুন
নবীন বিরহ। হে রমণী! তব স'নে
হেথা মম পরিচয়। তব কুঞ্জবনে
নিত্য অভিসার মোর কত দিনে হ'বে
অবসান। প্রণয়ের যত লীলা দেবে
পূর্ণ করি প্রেমিক যুগলে, আলিঙ্গন
মোহ পাশে বদ্ধ রব দোঁহে। একদিন
শেষ হবে ওই লীলা, মিশে যাব কোন
অনন্তের মাঝে। ঐ নক্ষত্র হোথা চাহি
রয় সুদূর আকাশে, মোর পানে রহি
রহি জ্বলে মিটি মিটি। রহিনু চাহিয়া

লতাপাতা।

ওরি পানে যত চিন্তা স্রোত মুছি দিয়া
মর্ম্ম হ'তে। আজি অশ্রু মালা, মুক্তামালা
মোর উজলিয়া ধরি হোথা,হৃদি আলা।
তারপর একদিন কর্ম্ম অবসানে
সন্ধ্যা শান্ত নদী কূলে অমৃতের স্নানে
ভুলি ব্যথা জ্বালা, আমি যাব অর্ঘ্য সহ
সুদূর আকাশে নব জ্যোতির্ম্ময় দেহ।

প্রত্যাগত।

ডুবে গেছে রবি, সন্ধ্যা আসে নামি ধীরে
ধূসর নির্জ্জন সে পক্ক প্রান্ত পরে।
থেমে গেছে সব কোলাহল, মৌন শ্রান্ত
পদভার ধীরে ধীরে বহি পথপ্রান্ত
পানে পথিক গিয়াছে মিশি, পথ হায়,
ধূলা টুকু ধরে বক্ষে ক্ষীণ স্মৃতি প্রায়।
সধূম গোধূলি এবে আসিছে আবরি,
দিবসের শেষে বাদুড় আসিছে ফিরি
ক্লান্ত পক্ষ বাহি ম্লান গগনে। সন্ধ্যার
স্ফুট তারা রহে প্রশ্ন জাগি ধরণীর
পানে চাহি। মূক ভাষা স্তব্ধ হৃদিতল
বক্ত গুমরি ওঠে দীর্ঘশ্বাসে।

বিরল

লতাপাতা।

পর্ব্বত পরে বসি আপনার কুটীর
প্রাঙ্গনে বৃদ্ধ কৃষক ঐ বিষাদ স্থির
রহে অগ্নিকুণ্ড পানে চাহি। হোথা ক্ষুদ্র
পরিবার তার কর্ম্মরত। রজনীর
তরে রুটী সেকিতেছে, আজি আর বার
আধ পোড়া রুটী। আহা বৃদ্ধ! বহিতার
জীর্ণ নয়ন কাতরে ঝরিছে অশ্রু
পাষাণ দ্রবিয়া। কাঁদিছে পরাণ, তরু
কাঁদে পাষাণ উপরে শুষ্ক নির্ঝরিণী
সহ। মনে পড়ে তার অতীত কাহিনী
যত বেদনার স্মৃতি আজি মনে পড়ে
তার শোকাক্লিষ্ট ছিন্ন খিন্ন জীবনের
আরম্ভ, হায় সে ছিল এক মাত্র পুত্র
তার, এ জীবনের কিরণোজ্জল সূর্য্য
মত,—চলে গেছে দেশান্তরে দম্পতীর
আশা মরীচিকা মুছ। চাহে আঁখি নীরে
মুক্তাসম বাধিতে সে ছবি। আসে শ্রান্তি
ঘনায়ে, অলস অঙ্গ মাগিছে নিষ্কৃতি,
কোথা আলো কোথা আলো, হায় মরীচিকা
গেছে গো নিভে—

নির্দ্দয়! আজি মনোকথা,
ব্যথার এ অশ্রু তুই ত দেখিলি না রে!

লতাপাতা।

সন্ধ্যায়বিষাদ নত পল্লবের পরে
শিশির-বিন্দুসম রহিছে মৃদু আশা
তারি বিষাদিত জীবনের সম্বল। সে
হেরে প্রদীপ কুটীরে ঐ, হায় তারি
ক্ষীণ আলো হেথা সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে।
অতি মৃদুগতি প্রাণ, নাহি কোন তায়
কম্পন আবেগ। কত কি যে আসে, যায়;
কত চলে, নিরখি সে আপন কুটীরে
ভগ্ন প্রাণ ভাবে কত কথা। যায় ধীরে
জল কল্লোল বহি, প্রভাত সন্ধ্যা স্বর্ণ
আভরণে খচিত তরলে মেশে পর্ণ
কুটীরে তার আসে সূর্য্যালোক, আঁধার
আবরে পুনঃ। নীরবে বসি ওই তার
পুত্রবধূ বিষাদময়ী প্রতিমাখানি ;
শুকায়েছে অশ্রুধার, ব্যথা নাহি মানি
আপনার, অক্লান্ত শুশ্রূষা রতা গুরু
শ্বশুরদেবের। পথিক যায় কত দুরু
দুরু কাঁপি উঠে হিয়া শুনি সচকিতে
পদ শব্দ, পুনঃ হায় নিরাশ আঁখিতে
যায় মিশাইয়া, মুদিত কমল যথা
দিবা অবসানে। বিরলে জননী হোথা
অবিরলধারে ফেলেন নয়ন বারি

মরম আসার, হায় অবিরলে স্মরি
সেই ধনে, বড় ব্যথায় কাঁদে পরাণ
বিকল, লুণ্ঠিত ধরণী পরে রতন
হারায়ে দরিদ্র, সরসী পরে মৃণাল
অতল যথা নবোৎ পলহীন
কল—
কল ব'য়ে যায় দূরে তীব্রা স্রোতস্বিনী
সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রোড়ে সে প্রবাহিণী
নাহি মানে শ্রান্তি। দূরে দেওদার মাঝে
উঠিল কি শব্দ, নীরব আবার। বাজে
ঝিল্লিরব। পর্ব্বত উপরে নীরবতা
রাজে গভীর নিথর। বিকট বারতা
ঘোষি গেল আকাশে কি পাখী, সন্ধ্যাতারা
রহে ফুটি নিঃশব্দ আকাশে পৃথিবী-কারা
মাঝে দেয় দীর্ঘশ্বাস অসংখ্য বন্দীর
দল
হে পথিক হের দূরে পথ পার
এবে আঁধার আসিছে ঘনায়ে, চরণে
বাজিছে শ্রান্তি, ক্লান্ত ধূলিকণা আনে
ভারাক্রান্ত পথ সম্মুখে বিস্তৃত। কত
দূরে যাবে, কোন পথ প্রান্তে রহে নত
আঁখি তব যেথা সন্ধ্যার আধারে এবে
দীপখানি উঠেছে জ্বলিয়া। ঝি ঝি রবে

লতাপাতা।

ঝিল্লি ডাকে, রাখাল ফিরেছে গৃহে, দূরে
গৃহস্থ প্রাঙ্গন হ'তে, আসে তার তরে
কলকণ্ঠ ধ্বনি। ঐ হোথা পথ প্রান্তে কি
কি আবার চলিবে? ফুরাবে না পথ। আঁখি
শুধ্ রহিবে প্রসারি ধূসর দিগন্ত
পানে, ছায়াপথ সম,—

"আজবড় শীত"

দূর বন-পার চাহি অস্ফুটে কহিলা
বৃদ্ধ, তমস্রারজনী মাঝে নীরবিলা
সে স্বর! হোথা পথ পরে ভেদি তামসী
রাত্রি যায় কোন পথিক। পর্ব্বত বাসী
পরিজন হেরি পথ হ'তে উপজিল
সেথা সেজন, নিবারিতে শীত অনল
কুণ্ডে। হেরি সে নবীন যুবা ভস্মাচ্ছন্ন
সন্ন্যাসীরে কহিল বৃদ্ধ "গহন বন
মাঝে, হোথা রহে শার্দ্দূল ভীষণ কম্প্র
দেহ আজি তুহিন শীতে। কোথা হে নম্র
পথিক মম, যাবে তুমি আজ? কোমল
নবীন দেহে সহে কি গো ক্লেশ। বিরল
ভবন হেথা মোর। রহ তুমি হে পান্থ
স্বচ্ছন্দসম, আজি।" এত বলি ছিন্ন কন্থা
খানি দিল অগ্রসরি।

পথিক বসিয়া
তাহে দিল কি যে পরিচয়। নেহারিয়া
তারে বৃদ্ধের মরম মাঝে কোন স্মৃতি
উঠিল ব্যথিয়া, কতবার চাহি প্রীতি
না মানিল নয়ন। ছিল হায় মরম
কাহিনী যত, সঞ্চিত বারি রাশিসম
এবে বাধাহীন পড়িল ঝরিয়া ঝর
ঝরে "হে পথিক ছিল ধন, পুত্র মোর
একমাত্র, এবে কত বিরলে আপন
দুখে স্মরি তারে—সে চলি গেছে নির্জ্জন
বনে নাহি মানি জনকের ব্যথা! আর
কি কহিব? ভ্রষ্ট আঁখ এবে হায়! তার
আশা-পথ পানে চাহি! এ কঙ্কাল জীর্ণ
হৃদয়-পিঞ্জর, এবে রে নিস্পন্দ, শীর্ণ
বক্ষ মাঝে ডুবে গেছে হায়, যথা ভগ্ন
গৃহ সন্ধ্যার তিমিরে। আছে স্মৃতি মগ্ন
প্রাণ তারি ভাবনায়, মনোদুখে কাঁদি।
ওই পুত্রবধূ মম, হের আঁখি মুদি
রহে মলিনা কপোতী আঁধারে কুলায়ে
শোক বিমলিনা। কাদিলা বৃদ্ধ ভিজায়ে
কঠিন পাষাণ ভূমি—অশ্রু অনিবার,
মৃদুশ্বাসে নিরবিলা পথিক।

গম্ভীর

লজ্জাপাত্তা।

অম্বর তলে ভাতিল তারকা নিচয়
অযুত এবে। অসাঢ় সঙ্গে বহি যায়
বায়ু শন্ শন্ রবে। কি অস্পষ্ট কালো
ছায়া হেরি বন মাঝে, দূরে তরুতলে
সরীসৃপ করে কর্কশ নিনাদ। স্তব্ধ
ধরণী একদৃষ্টে চাহি রহে নিঃশব্দ
আকাশে এবে সমুজ্জ্বল। পর্ব্বত তলে
কল্লোলিনী কল্লোলিতা, এবে কলকলে
মুখরে মিলন গীতি উপলে, শুধু অশ্রান্ত
আবেগে—সুদূর,—

"হে পিতঃ" কহিলা পান্থ
সকরুণে সহসা ফুৎকারি অনন্ত
নিশায় টুটি, আজি ক্ষমা কর এ ভ্রান্ত
তনয়ে তোমার, অপরাধ রাশি বহি
আনিয়াছি চরণে তোমার—আজি দহি
মরি, এ ক্লিষ্ট পরাণী দহে আজি তারি
যাতনায়" পড়িলা পিতৃচরণ ধরি
অনুতাপী। বেদনারুদ্ধ অন্তর গলি
টস্ টস্ ঝরিল অশ্রু, শুধু আকুলি
মন—ব্যথা দ্রবময়ী। আহতা বেদনা
হৃদে উঠিল উথলি। বিরলে সান্ত্বনা
অমৃত পরশ পায় আজি। সন্তানের

লতাপাতা।

তপ্ত পৃষ্ঠ পরে, অঝোরে ঝরে পিতার
স্নেহরাশি মুক্তাবিন্দুসম—বাধাহীন
স্রোত বেগে। নৈশ নীরবতা মাঝে মনো
ব্যথা কত হৃদি অনুতাপ রাশি এবে
উঠিল ধ্বনিয়া।

নত মুখী সন্ধ্যা এবে
রহে মেলিয়া সহস্র নয়ন ধরণী
উপরে, শিহরে পর্ব্বত অঙ্গ বুঝি কি
পরশে। কল্লোলিনী গীতি আর না পশে
গোশ্র বণে। ধ্রুবতারা জ্যোতি-ভাতি আসে
নাত আর। দূরে এবে দেওদার বনে
হেথাকার নয়নের নীরব আহ্বানে
পাপিয়া গাহিয়া গেল কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
সমীরে শিহর শুধু রহিল জাগিয়া।

ভুলের পথে।

মাঠের মাঝে পথটী ছোট,
গেছে বহি' নদীর তট,
কোমল চর, জলের মত,
জাগছে তারি আগে।

লতাপাতা।

চরণ দুটী সেই পথেতে,
অলস ঘুরে আনমনাতে,
বহুদিনের বিচ্ছেদেতে
স্নিগ্ধ শোভালাগে।

সহর মাঝে ইটের বাড়ী
পাথর কাঠে রয়েছে ঘিরি,
কঠিন অতি, নীরস তারি
কর্কশতা চোখে,

এই যে শ্যামল-স্নিগ্ধ-রম,
লাগছে অলস মধুর সম,
ব্যথার ক্ষতে বুলায় যেন
সুধার প্রলেপ বুকে।

এই যে দূরে আকাশ খানি,
অসীম খেলার মাঠটী জানি,
মুক্ত উদার প্রাণটী মানি
বড়ই মধুর লাগে।

ঐ যে হোথা নদীর পাশে,
অমল-চ্ছবি বাঁকের শেষে
কোমল-তনু চরটী ভাসে,
হোথায় ছিনু আগে।

লতাপাতা।

বাংলা-দেশে মাঠ্‌টী জুড়ে,
কোমল মাটীর হৃদয় পরে ;
ধানের ক্ষেতে শস্য ঝরে,
ওরেই দেখি কত ;

আম্র-শাখা আঁকা বাঁকা,
খেজুর গাছে দীর্ঘ শাখা
বকুল তলে স্বর্ণলতা
জড়িয়ে ধরে পথ।

পুরান কত পল্লীভূমি,
হেরূচি যেন নূতন আমি,
শুষ্ক চোখে সরস-বাণী
কোমলতায় ভ'রা,

মাঠের পথে নগ্ন পদে,
সরস মাটীর পরশ নিতে,
কোমল তৃণে চরণ বাধে,
কোমল-ক্লান্তি-হারা।

এই সে মাটী এই সে তৃণ,
জুড়ায় আমার প্রাণটী যেন,
পরাণ মাখা পরশ যেন,
লাগে অঙ্গ পরে,

লতাপাতা।

জাগ্‌ল মনে, এই সে পরশ,
নিত্য পরাণ কর্‌ছে সরস,
আকুল তৃষা, মর্ম্ম বিরস
এর বিরহ তরে।

তৃণের সাথে চিত্ত আমার
উধাও হ'ল মত্ত আবার,
তৃণের মাঠ শোভার সার,
এরেই ভালবাসি,

কোথায় আমি ছিনু হায়রে,
তৃণের শোভা নাইক হেরে,
এদের চোখে গেছেই ঝরে,
কত অশ্রু হাসি।

কতই মধুর প্রভাত-বেলা,
দুল্‌ত গলে শিশির-মালা
নবীন আলোয় হাসির আলা
পুলক কাঁপা তৃণ,

সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়ে,
দিনের গতি অসাড় ধীরে,
মাঠের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে
আঁখির পাতায় যেন।

লতাপাতা।

কতগ্রীষ্ম, বর্ষাঘন,
শরৎ নিশি সুধায় সম,
তৃণের প্রাণে ফুটায় যেন,
হাসির রাশি রাশি,

চৈত্রমাসে মধুর বায়,
তৃণের পাতা দোদুল তায়,
সন্ধ্যা সমীর বুলায়ে যায়
কাহার পরাণ বাঁশী।

এই সে আমার মাঠের তৃণ,
ছড়িয়ে দেছে মুক্ত প্রাণ,
রূপ, রস, গন্ধ গান
নেয়রে পরাণ ভ'রি,

যত শোভা বিশ্বমাঝে,
তৃণের প্রাণে আকুল রাজে,
নবীন ঋতু নবীন সাজে,
যায়রে রঙ্গ করি।

নবীন মেঘে গরজনে,
পুলক আনে কৃষক প্রাণে,
শিহর ওঠে তৃণের বনে,
দোদুল-দোল মাঠে;

লতাপাতা

বর্ষা পেয়ে পুলক মন,
নবীন তৃণ মুক্তা সম
সবুজ শোভার নৃত্য যেন
তৃণের দলে রটে

জ্যোৎস্না ঝরে সুধার ধারা,
তৃণের মাঠে পাগল-পারা,
পরাণ খানি আকুল হারা,
তৃণের কোমল প্রাণ।

কোন কথাটী জমে' জমে'
আকুল হয় তৃণের প্রাণে,
জ্যোৎস্না-হারা নিশীথ-যামে
নীরব তৃণের গান!

কতই শোভা, কতই মধু
নেছে তৃণের পরাণ-বঁধূ;
শোভার সঞ্চয় তাইরে শুধু
তৃণের পরাণ খানি,

এরেই হেরি আজকে প্রাণে,
উতল হ'ল আকুল তানে,
ক্ষতির ব্যথা স্পষ্ট মনে,
ছড়ায় বিষাদ বাণী।

লতাপাতা।

আকাশ-ভরা হাসির ছড়া,
শোভার সার ভুবন-ভরা,
নবীন সাজে নবীন ধরা
কতই হেসে গেছে,

আমি তখন রুদ্ধ দ্বারে
ঘেরা ছিনু ইট্ পাথরে,
শোভার মাল্য অর্ঘ্য ভারে
চলেই গেল মিছে।

নূতন চরের পাশে, পাশে,
নিবিড় হ'ল কোমল-ঘাসে,
মনটী যেমন লুব্ধ আশে,
ভ্রমর সম ঘুরে,

আকাশ ওরে পাঠায় বাণী
নদী যোগায় সলিল আনি
মাঠের মুক্ত বাতাস-খানি
জীবন আনে ভ'রে :

ইচ্ছা হয় ওদের মত,
পরাণ হবে উদার ব্রত,
আকাশ তলে নদীর তট,
শয়ন হবে মোর,

লতাপাতা।

বর্ষা জলে নবীন স্নান,
শরৎ-নিশি সুধার প্রাণ,
চৈত্র-সন্ধ্যা-আকুল-তান
পরাণ রবে ভোর।

শেফালি তলে।

শেফালি তলে,
গেছিনু আমি,
মধুর উষায়
প্রাণের স্বামি!
ঝরিল ফুল,
শিশির-মাখা,—
কোমল দুর্ব্বা
চরণ-আঁকা।
সিক্ত-শীতল,
বনের কেশ,
আকুল ঝরিল
শিথিল বেশ।

লতাপাতা।

তখনো কাননে
যায়নি রাতি,
আসেনি তরুণ
অরুণ ভাতি।
তখন পাপিয়া
বিহগ-কুল,
ধরেনি কাননে
প্রাণেরি বুল।
আমিই জাগিয়া
নয়ন মেলি,
শিশির-সিক্ত
শেফালি তুলি।

বঙ্গে শরৎ।

শরৎ প্রভাত খানি
উলাসে জাগিয়া হেরিনু কি সাজ
আকুল পুলক মানি।
গ্রাম প্রান্তে কুয়াসা,
এসেছে নবীন-উজল রৌদ্র,
জাগিল হৃদয়ে কি-আশা।

লতাপাতা।

শিশিরে ছেয়েচে নব-তৃণ-দল,
গ্রাম পথ খানি শুভ্র বিমল,
প্রভাতের মাঠে বায়ু নিরমল,
আনন্দ-আভাস ভাসে,
স্থল-পদ্মের বিকসিত দল
কাননে কাননে হাসে।
সুনীল মাধুরী অম্বর তলে,
শুভ্র মেঘের ভার,
বিকশিত কাশ নদী কূলেকূলে,
ফেন-পুষ্পের হার।
পল্লীর ধারে আজি নদীতীরে,
গেছিনু অলস মনে,
আমরি ! আমরি ! কি শোভা হেরিনু
শরৎ-শোভিত গ্রামে।
নদীকূলে কূলে ছোট সেই গ্রাম
ঘর্ ঘরে বাড়ী রৌদ্র-নিকান,
প্রাঙ্গন-তল শুভ্র বিমল
তা' আল্পনা আঁকা।
উঠানে উঠানে ধান রহে মেলা,
প্রজাপতি দলে রঙে রঙে খেলা
মেঘ-ছায়া ধায়,চঞ্চল-প্রায়
তাওকি মাধুরী মাখা।

লতাপাত

প্রচুর হাস্যে এসেছ, জননি !
কল-মুখরিত গ্রাম,
দলে দলে বসে শরতের মেলা,
মোদের আন   ধাম

শরৎ গোধূলি-রাণি !
সোণা-ভরা ক্ষেতে বাংলার মাঠ
পেতেছে আঁচল খানি।
হেরিনু পথের মাঝে,
চাষি-ভাই ঢালে সুধার সুধারা
শরতে সোণার কাজে।
কে আসিবে তাই আনন্দ মগন,
শিহরি' শিহরি' উঠিল পরাণে,
আটি ভরা ধান, হরষিত মন,
কৃষক ভবনে যায়,
শরৎ গগনে গোধুলি লগনে
আগমনী কার ভায়।

কুন্দ কলি।

রজত-জ্যোৎস্না-রাশি, চন্দ্রমা-উজ্জল
বিমল-চন্দন রশ্মি, প্রাণ পুলকিত,
শরতের শশীহাসে, যামিনী অতুল,

লতাপাতা

দূর-সুখ-স্মৃতি-খানি জাগিছে নিভৃত।
কৃষ্ণকলি পুষ্পবৃক্ষ ছিল বিকশিত
চন্দ্র-মা-যামিনী বুঝি করিতেছে পান,
সুধায় নিবিড় হ'ল কুসুম তৃষিত,
গলিয়া ঝরিছে জ্যোৎস্না, শান্ত-স্নিগ্ধ-স্নান।
পরশ বুলায়ে যাই কৃষ্ণ কলি পরে,
জমিছে কোমল প্রাণে জ্যোৎস্না পেলব,
ফুলিয়া উঠিল বৃক্ষ, গভীর নীরব,
গভীর প্রাণের ছায়া দোলে যেন ধারে।
সুনীল আকাশে তলে সুধাসার ঝরে,
কৃষ্ণকলি পুষ্পবৃক্ষ রহে নতশিরে।

জ্যোৎস্না।

এমন মধুর জ্যোৎস্নাখানি,
ওরে দশদিশ ভ'রে নেমেছে
এমন মধুর জ্যোৎস্নাখানি।
ওই শশধর সুধাময় হাসে, শাদা মেঘ আসে পাশে পাশে ভাসে
চুমিয়া বদন যায় ভেসে দূরে
উজল বরণী।
এমন মধুর জ্যোৎস্না খানি।
একি শুভ্র-রজত-বরণী!

লতাপাত

আলোয় আলোয় মেতেছে ধরণী।
রূপের ফোয়ারা খোলে নিশিথীনি।
প্লাবিয়া বহিয়া যায়রে ধরণী।
উজল বরণী।
শারদ আকাশে নেমেছে
এমন মধুর জ্যোৎস্না খানি।
ওরে কেবা গান আজি গায়রে,
কার বাঁশী আজি বাজেরে,
আজি জ্যোৎস্না-হসিত মধুমতী তীরে
উন্মাদ নিশি জাগেরে।
ওগো সখী আজি উলসে হৃদয়
পুলকিত ধরা হের মধুময়,
হৃদয়ে হৃদয়ে আজি বিনিময়,
গাব আজি প্রাণ ভ'রে।
কাঁপায়ে বক্ষ, বাজাইব বাঁশী
শিহরে উঠিবে মধুময় নিশি,
মোরা সুখের পরশে বিভোর আবেশে,
ঘুমায়ে পড়িব সেথা।
তোমার অধরে চাঁদ হাসিবে,
নয়নে তোমার চাঁদ ভাসিবে,
আমি তৃষিত অধরে সুধা পান করি।
ঘুমায়ে পড়িব সেথা।

লতাপাতা।

ওরে সমীরণ বয় সুখ হিল্লোলে।
জ্যোৎস্না বসন উড়ায়ে।
আজি কুঞ্জে কুঞ্জে যুবক যুবতী।
মদিরা দিয়াছে ছড়ায়ে।
প্রণয়িনী গলে প্রেমের ফাস,
সুধাকর আজি সুধার রাশ,
মধুরা যামিনী আকুল রাগিণী
নিশীথ টুটিয়া রয়।
ওগো জানালার পাশে পাশা-পাশি মুখ
করা আজি রয় দাঁড়ায়ে।
সুধার হাসিটী মাথায়ে দিয়াছে
আজি রাতে জোছনায়।
চন্দ্র হাসিছে মাথার উপরে।
কোকিল কুজিছে তরু শিরপরে
মুখ হাসি-হাসি যেন শতদল
প্রণয়ী হৃদয়ে ভায়।
হায়, অতীত দিনেতে অতীত কথার,
সাক্ষীরবে গো বিরহী জনার,
কত মুছে যাবে নয়নের ধার
তুমি দেখিবে গো বিজনে
প্রণয়ের বার্তা নিবিয়া গিয়াছে,
ফুলের মালাটী শুকায়ে ঝরেছে,

তবুত স্মিরিতে ধরিয়া রেখেছে
তোমায় নয়নে নয়নে।
ওগো বিরহ বেদনা জাগিছেরে কার
বিরহ-বেদনা জাগিছে,
চঞ্চলপ্রাণে পঞ্চম তানে
চোখা চোখা বাণ বিঁধেছে;
কতজন সেথা ফেলে আঁখি জল
কাজলের রেখা মুছে অবিরল,
নিশিথীনি বৃথা বসিয়া যাপিল
শিয়রে অশ্রুভার,
হায় ফুলবনে মিলনের রাতে
ওগো নিরজনে কাপিয়া বুকেতে
সে যে প্রিয়জনে বারণ করেছে,
ধিক্ চাঁদ ছলনায়।
ওগো কত কবি কত গাহিয়াছে গান
তোমার দরশে পুলকি,
হর্ষে উথলি জেগেছে নিশীথ
তোমায় নিরখি নিরখি।
কত প্রেমভাব তোমাতে জড়ায়ে,
পুঞ্জ পুঞ্জ রেখেছ হৃদয়ে,
কত নায়কের কত নায়িকার,
ছলনা রেখেছ ধরিয়া,

লতাপাতা।

ওগো নিশীথ জাগিয়া রচিব সে গাথা,
নিশিভোর আজি ভরিয়া।
আজি কোকিল ডাকিছে পল্লী কুঞ্জে
মর্ম্মের তান জাগায়ে!
গ্রাম প্রান্তরে ভেসে আসে গান
সারা নিশিথীনি কাপায়ে।
পল্লব বীথি ছেয়েছে কানন
ফাঁকে ফাঁকে রয় জ্যোছনা বুনন
আলো ছায়া মাঝে মৃদু কম্পন,
ঝলমল করে তায়।
হেরি নারিকেল পাঁতা শিশির উজল
শারদ জ্যোৎস্নারাতে,
পল্লীর ঘন পল্লব তলে
পরীরা পুলকে মাতে।

বসন বিলোল
লাগে হিল্লোল,
দে দোল দোল,
ঘুরিয়া নাচে,
খেলে চখা চখী
সেরূপ নিরখি
ঘরে দেয় উঁকি।
জানলা নীচে।

লতাপাতা।

সহসা বাঁশরী বাজাইল কেরে
সুখের মদিরা ভরা,
সারা জ্যোৎস্না গাহিয়া উঠিল
পুলকে পরাণ-কাড়া,
ওরে নদী তটে আজি।
জোৎস্না জোয়ার এসেছে,
উছলে উছলে রজতের জল,
উজলিছে কিবা শুভ্র সে পাল ;
তরী প'রে ব'সি, কে বাজায় বাঁশী
কে গাহি ঐ চলেছে।
আজি পুলকিত নিশি হেরি দশদিশি।
পরাণ ভাসিয়া চলেছে।

উষা

ভোর বেলাতে জাগ্‌ল ধীরে উষা কচি মেয়ে,
পালক মেলে ছুট্‌ল পাখী আকাশেতে ধেয়ে,
পূরব প্রান্তে বিকাশিল একটু রাঙা আভা,
উষারাণীর চমক্ ঠোঁটে মৃদুল হাসি মাখা।

লতাপাতা।

নিব্‌ল সেথা প্রদীপ খানি উষার বাতাস লাগি
বাসর ঘরে উষার দিঠি বরের দরশ মাগি'।
বধূর আঁখি পদ্ম মুকুল লুটায় শয্যাপরে,
উষার হাসি রক্ত অরুণ ডাক্‌লে আদর করে,

শিউলিতলে ঝর্‌ল কত শাদা ফুলের রাশ,
আদর ক'রে সমীর প্রাণে ঢেলেই নেছে বাস।
ভিসা ঘাসের কোমল-আঁখি নতুন কেবল মেলে,
কর্ণমূলে বকুল-পরা, উষা কেবল এলে।

মুকুল-হৃদে প্রণয় ফোটে, মধুর আশার বাস,
লজ্জাখান ম্লান হ'য়ে বাধ্‌ল প্রেমের ভাব,
শঙ্কিত সে হিয়ার মাঝে কাপ্‌ল পরশ পেয়ে
স্বপন-মাখা সোহাগ-আঁকা মৃদুল আশার ভয়ে।

উষা রাণীর মধুর ডাকে জাগ্‌লে সেথা বালা
বরের পায়ে হাত লাগিতে দেখ্‌লে নয়ন-মেলা।
ঝলক রক্ত জম্‌ল সেথা অরুণ-রাঙ্গা মুখে,
উষা সখীর রাঙ্গা ঠোঁটে লুকায় হাসি মুখে

জ্যোৎস্না-কুঞ্জে।

জ্যোৎস্নার-কুঞ্জ-তলে কে ওগো বসিয়া তুমি,
ঝলমল রূপ রাশি, আলো করি বন ভূমি।

লতাপাতা।

শিথিল বকুল-রাশি বিছায় জ্যোছনা তলে
অলস অনঙ্গ প্রিয়া হাসে যেন ফুল-দলে।
কোমল অধর ছুঁয়ে নিলীন মাধুরী ভাসে,
চাঁদের প্রথম চুমা শরৎ সুনীলাকাশে।
নিশি-যামে অর্দ্ধ চাঁদ লতাবন কুঞ্জমাঝে।
তাহারি স্বপন-মায়া-আঁখি কোণে নিতি রাজে।
সাগর-হৃদয়-মাঝে চন্দ্রমা বিজনে ফুটে
চঞ্চল আকুল উর্ম্মি উচ্ছসিত হর্ষে লুটে।
রাচলা কোমল বক্ষ সাগর-উছাস ভরা
আবেগে হৃদয় ধায় আকুল-পুলক-হারা।
শরৎ-কুসুম-সন্ধ্যা রঙান অঞ্চল খানি
জড়ায়ে পেলব অঙ্গে, মধুর রজনী খানি।
আমার জ্যোৎস্না-স্বপন রূপসীর হাসি মাখা,
মানসী কল্পনা ভ'রে প্রনয়-ছবিটী আঁকা।

বিফলতা

ওরে প্রভাতের বেলা নবীন হয়ে
পশিলি কুসুম কাননে,
ওরে বিষম সে কীট দংশিল তেরে
জলিয়া মরিলি মরমে।

লতাপাতা।

থরে থরে সেথা রহে ফুলদল,
তুলিতে যেয়ে যে বিষময় ফল
ওরে প্রভাতের আগে ঝরিয়া পড়িলি
ব্যর্থ বিফল জীবনে।

ওরে কেন তুই হেথা আসিলি,
কার বাঁশরীর রবে মুগ্ধ হইয়া
আপনারে তুই ভুলিলি।

ভ্রমর গাহিবে গুণ গুণ রবে
উপহাস তোরে করিবে,
তোর যত গান ব্যর্থ বিফল
একটিও নাহি ঝরিবে।

কত শোভা হেথা আসে আর যায়
বকুলের তলে দখিনের বায়,
তুই শুধু হেথা বসিয়া বসিয়া
কাঁদিবি আকুল পরাণে।

সন্ধ্যার বেলা ফুল যাবে ঝরে,
তুই তার সনে নিভে যাস্‌রে,
আসিস্‌ না আর এ ব্যর্থ জীবনে
হতাশ অনল-দহনে।

কাজের ফাঁদে।

শ্রান্ত-দেহে ছুটে ছিনু
ক্লান্ত আনন খানি
কর্ম্মমাঝে বিরামেতে
শান্তি আর না মানি।

ভেবে ছিনু গৃহেয় ফিরে,
সন্ধ্যা যখন আস্‌বে ঘিরে
কর্‌ব শ্রম অপনোদন
কাজেরি নিকাশ টানি।

বাজারেতে ভিড়ের মেলা,
পাশ কাটিয়ে হন্ হনিয়ে
আমার চরণ চলে,

প্রান্তরেতে সন্ধ্যা ঘুরে,
জ্যোৎস্না সেথা নাম্‌ল ধীরে,
বকুল ফুলের আচল যেন
বিছায় মাঠের কোলে

একটু ফুলের একটু সুবাস
আন্‌তেছিল উতল বাতাস,
হঠাৎ মনে জাগ্‌ল কি আশ,
একটু থেমে যাই,

লতাপাতা।

কর্ম্মপতি চাবুক মারে,
শুধায় "অলস! বসিস্ কিরে?"
আবার চলি দ্বিগুণ-গতি
আসল কাজে ধাই

কর্ম্ম আজি রাজার চালে,
বুদ্ধিরে তার মন্ত্রী ব'লে,
অলস যে জন চাপেই মরে—
ব্যথি হৃদি কাঁদে,

জ্যোৎস্নার সেই আঁচল খানি
জড়িয়ে ধরে, ফেলি টানি,
মাঠের শেষে রাজ পথেতে
চলি কাজের কাঁদে।

অপ্সরার কণ্ঠখানি,
পথের মাঝে উঠ্‌ল ধ্বনি,'
কামিনীর-সুধা-কণ্
মাত্‌ল পথের মাঝে,

মৃদু-মোহন সুরের খেলা,
পুর বাজে চরণ দোলা
নানান্ যন্ত্রে ঝঙ্কারিল,
আমি ব্যস্ত কাজে।

লতাপাতা।

পিয়াসী মন বলে শোন,
এই খানেতে একটু থাম,
কণ্ঠ সুধা পান করিব
না না বলি আমি,

বাতায়নে মুখ টী ফুটে,
আমার নয়ন পড়ল লুটে,
চরণ গতি বাড়িয়ে দিনু
ক্ষণেক নাহি থামি।

আমার দ্রুত গতির মাঝে
একটী বালক মলিন সাজে
সুধায় বাবু একটী পয়সা
কাজে ব্যস্ত অতি,

কোথায় পকেট, কোথায় পয়সা,
হায়রে বালক বিফল আশা,
ব্যথিতের সজল—আঁখি
রইল পথে ফুটি

পথের ধারে বৃদ্ধা শু'য়ে
দ্রুত চরণ পড়নু গিয়ে,
কঠোর আঘাত লাগ্‌ল বুঝি
সময় নাইক মোর,

সান্ত্বনারি কোমল করে,
বুলাইনি তার ব্যথার পরে

লতাপাতা।

মহামূল্য কাজের জন্য
মন্‌টা রাখি জোর।

সন্ধ্যা শেষে গৃহে ফিরি,
কাজের হিসাব নিকাশ করি,
হেরিনু হায়, কাজের মাঝে
মস্ত রহে ফাঁকা,
ধীরে ধীরে উঠ্‌ল ফুটি,
সকল করম গরব টুটি,
বালকের মলিন মুখ
কাতর অশ্রুমাখা।
হাতে একটী পয়সা বাধে,
কণ্টকেরি তুল্য বিঁধে,
একটী পয়সা দানে আমি,
লইনি কাজ করে,
সেই ব্যথাটী মনে মনে,
ঘুরে ফিরে সন্ধ্যা খ'নে,
কর্ম্ম মাঝে ফাঁকির ব্যথা
সকল হৃদয় ভরে।
কঠিন আঘাত লেগে চর্ম্মে
বলে ছিল "তোমার কর্ম্মে
ও গো পথিক! ভিখারিনী
বারেক যতন চায়।"

লতাপাতা।

আমি বলি "নেই গো সময়"
হায়রে মূঢ়ের ভ্রান্ত হৃদয়,
ফাঁকির দশা হাহাকারে—
হৃদয় জুড়ে রয়।

প্রান্তরেতে জ্যোৎস্না রাণী
বিছায়ে দেছে আঁচল খানি'
হৃদয় দ্বারে আকুলতা,—
কঠোর করে ঠেলি,

তারাই সব প্রাণের মাঝে,
ব্যাকুল বাঁশীর সুরে বাজে,
শূন্যতারি মর্ম্ম ক্ষুধা,—
হৃদয় খানি দলি'।

আজি সন্ধ্যা অবসানে
ভাব্‌চি ব'সে প্রাণে প্রাণে,
অকাজের আহ্বান উঠে,
কাহার আদেশ বাণী

বলে আমায় "ওরে নিরাশ,
পরের জনে দিলিই বাস,
আপন জনে তাড়িয়ে দিলি
কিসের লোভে শুনি।"

৬

লতাপাতা।

মর্ম্ম ক্ষুধার ব্যাকুলতা,
ভ'রে আমার সকল চিন্তা,
ব্যথার ভাবে জানিয়ে দেয় গো
অলস কাটে বেলা।

অপমানে ঘুরি ফিরি,
গুমরিয়া লাজে মরি,
বিফলতার হতাশ্বাসে
ধূলায় অশ্রু ফেলা।

তবু মিথ্যা কাজের ছলে,
যাই গো চ'লে আপন ব'লে,
দরদ জনে ডাকে যত
অবহেলা মোর,

যেথায় আমি রাজার মত,
প্রেয়সীরা অনুগত,
আলিঙ্গন সে এড়িয়ে এসে,
ফেল্‌ছি আঁখি লোর।

———

নবীন মেঘ।

উদিল নবীন মেঘ—কৃষক-আনন্দ,
শস্যক্ষেত্রে ঘোর ছায়া আসিল আবরি,
নদীকূলে খেয়াঘাটে চলাচল বন্ধ,
কালমেঘে শাদা বক যায় উড়ি উড়ি।
আম্র শাখে কাক ধায় কুলায় ত্যজিয়া,
আসন্নবরষা ঘন, ডাকে মেঘ দল,
উল্লাসে বালক ছুটে শাসন ভুলিয়া,
সুফল আশায় সবে পায় নব বল।
নিদাঘ-তাপিত ধরা—প্রখর-কিরণে,
দাবদগ্ধ মরু সম ছিলরে তৃষিত ;
নবীন-জলদ-জাল শ্যাম-স্নিগ্ধ-কান্ত,
উড়িল আকাশ তলে সজল বরণে।
জুড়াল নয়ন মোর, তপ্ত-স্ফুট আঁখি,
নব জলধর রূপ শ্যামল নিরখি॥

বর্ষায়।

অবিরল ধারে বারি ঝর ঝরে,
ছাতের আলিসে কাল ছায়া পড়ে,
খড় চালে ধারা বালিকা নেহারে
মেঘ ছায়া নদী কূলে ;

ডাকিছে কেকা, ডাকিছে দাদুরী,
তমালের গা ভিজে ঝুরি ঝুরি,
অশথের তলে চলে স্রোতবারি
ভাঙনে নদীর জলে।

আজিকে স্মরণ, জীবন হরণ,
এ মম হৃদয়ে করেছি বরণ,
মেঘভরা ঐ সন্ধ্যা গগন,
হৃদয় নিয়েছি কাড়ি ,

হরিদ্বরণ গগনের স্রোতে
কি এসেছে ঐ বৃষ্টির সাথে
রহিয়া রহিয়া ধান ক্ষেত হ'তে
স্মৃতি আসে কার ভরি।

লতাপাতা।

আকাশের ঘরে মেঘ সম্ভার,
বায়ু ভ'রে ঐ উড়ে চলে পার,
ছায়া ফেলিয়াছে হৃদয়ে আমার,
পরশে ব্যাকুল প্রাণ ;

নীল মেঘ খানি বড়ই সজল,
ভিজে ভিজে মন আজি অবিরল,
বর্ষার সাঁঝে বন্ ঝরা জলে
ওঠে ঝিল্লির তান

গাছ ডালে কাক ভিজে অবিরল,
টপ টপ ঝরে বৃষ্টির জল,
এই পথ দিয়ে ভিজায়ে আঁচল,
বধূ গেছে নদী কূলে

শূন্য কলসে কি বেজেছে ব্যথা,
ব্যাকুল নয়নে কি কয়েছে কথা,
ভিজে বেণু বনে কে ভিজেছে সেথা
বিরহের আঁখি জলে।

উতলা বাতাসে লুটে অঞ্চল,
সম্বরি বাস বধূ চঞ্চল,
ঐ বাজে তার চরণের মল,
বনের বিরহ মাঝে,

লতাপাতা।

ওগো বধূ আজ যেও নাক ঘাটে,
আজি এই সাঁঝে নির্জ্জন ঘাটে,
হেন মনে লয় ঘন ঘোর ঘটা
নামিবে পথের মাঝে।

বধূর শূন্য কলসী মরি,
হৃদয় আমার দিয়াছে গো ভরি,
আমি ভাবিতেছি কতবার করি
বধূ চলে গেছে জলে;

নীরব ব্যথায় আঁখি-ভেজা বন,
ধরেছে সে মৃদু কমল চরণ,
মল ঝিন্ ঝিনি ভাজে নির্জ্জন
বিরহ তমাল তলে;

ক্ষুব্ধ বাতাস হাঁকি হাঁকি ফিরে,
মেঘ অভিসার গগনের পারে
নির্জ্জন পথে কে আজি বিহরে
কেবা যায় অভিসারে;

দূর নদী কূলে বিজলীর ছটা,
সেথা আজি হেরি বিপুল সে ঘটা,
মেঘ ঘোর ছায়া পিঙ্গল কটা
পড়িয়াছে নদীতীরে।

লতাপাতা।

ধান ক্ষেত জলে ফুলে ফুলে ভরে,
কালো মেঘ ছায়া তৃণ দল পরে,
সজল সবুজ বায়ু ভরে দুলে
রহিয়া রহিয়া মাঠে ;

রহিয়া রহিয়া ব্যথা ভ'রে আসে,
ভিজে বায় কিবা মরমে পরশে,
কিবা দুখে মন বিষাদ আবেশে
হরিৎ ক্ষেত্রে লুটে।

আজি এই সাঝে নির্জ্জন মনে,
আমি ভাবিতেছি কভু আনমনে,
যদি আমি পাই এই শুভখ'ণে
চকিতে কাহার দেখা ;

চপলা চমকে জীমূত গরজে,
আকাশ কাজলে রহে আঁখি বুজে,
সহসা ছিন্ন মেঘদল মাঝে
কারো অঞ্চল রেখা,

সম্বরি তার চঞ্চল বাস,
দ্রুত চলি যায় বাহি মম পাশ,
লোল-অঞ্চল-পলক পরশ
দেয় নির্জ্জন সজ,

লতাপাতা।

সার্থক তবে বরষার বারি,
মেঘের মাঝারে চমক বিজুরী ;
সার্থক এই নীলাকাশ পরি
নবঘনশ্যাম অঙ্গ।

আমি ভাবিতেছি কতমত কথা,
বর্ষা এনেছে ভরি মনোব্যথা,
বিয়োগ বিধুর মরমের কথা
কতমত কব ছন্দে,

তমালের গা হয়ে গেছে কাল,
কদমের শোভা ফুটিয়াছে ভাল ;
মেঘের বরণ সুনিবিড় নীল
বঁধুর আচল দোলে ;

যত বার আমি চাহি মেঘপানে,
উলসি রক্ত ঝলকে পরাণে,
হোথা কি আছে আশা কোনখানে
কোন কিছু কার স্মৃতি ;

বারিভরা মেঘ চলে বায়ুভরে,
আশাভরা মন চলেছে যেনরে,
বিরহের ভরা চলে পাল ভরে
অতি মন্থর গতি।

লতাপাতা।

অকাশে বাতাসে আঁধারের ছায়
সন্ধ্যা গগনে বৃষ্টির বায়
ভরা বিরহীর নিঃশ্বাস, তাই
ভরা স্মৃতি মধুমাখা।

কতখ'ণ হ'ল বধূ চলে গেছে,
উতলা মন কি রেখে মোর কাছে,
সহসা বিকল, মন কেড়ে নেছে
তার মুখ খানি আঁকা।

বৃষ্টির ধারা পড়ে অবিরল,
মেঘে দেয় হাওয়া স্নিগ্ধ, শীতল,
ঘন ঘোর মাঝে প্রিয়ারে বিরল
কতবার মনে পড়ে

দূরে শাল বনে বাতাসের শ্বাস
মোর হৃদি মাঝে দোলা দেয় আশ
কত দূরে সে গো, মন ছেড়ে বাস
ধায় ঐ মেঘ পরে।

কত আর ভাবি এই মত আর
কত আর রচি বিরহের ভার,
নব ঘন সনে শূন্য বিহার
কত আর করি মনে;

লতাপাতা।

বিরহ মিলন ; কত বার করি,
শূন্য হৃদয় দিতেছে গো ভ'রি
মেঘ-ছায়া লাগি হায় শুধু ঘুরি
মিথ্যা ছলনা সনে।

দূরে নদীকূলে ঐ বধূ হায়,
কলসী আঁকড়ি পথ পানে চায়,
ফিরে কি আসিবে ভাবে বুঝি তাই
এবে নদী কূল ছেড়ে,

আঁধার-তমালে জোনাকি জ্বলেছে
কদম্বের ফুলে পথ দেখা গেছে
সেই পথ চিনে বধূ কি আসিছে
শূন্য বাসর তরে।

বিরহ শয়নে বধূরা জাগিছে—
ঝমকে ঝমকে বর্ষা ঝরিছে,
চমকে চমকে বিজলী হানিছে
আকুলিয়া দশ দিশি ;

আমিরে হেথায় জাগিয়া বসিয়া
হেরিব একেলা মরমে মরিয়া,
বিরহে শয়নে কে রহে জাগিয়া
বর্ষা নিবিড় নিশি।

মেঘ-সম্ভার।

আজি মেঘ সম্ভারে ঘনাড়ম্বরে
মল্লার মীড় বাজিছে,
ডম্বরু নাদে ঘোর অম্বরে
অন্ধকার আসিছে।
ওরে এ গভীর অতল আঁধার
আজ নাই সমব্যথীরে,
হায় আশা ভরে বৃথাই খুঁজেরে
হৃদয় নিবিড় আধারে।
হায় মেঘ ভার অসহ এ ভার
ঘন দুঃখ পুঞ্জমান,
ওরে মেঘদল ছিন্ন করিয়া
পরাণ আজিকে বাহিরে আন।
একি, কাল ঘন ঘটা ঘনায়ে আকাশে
সকল জীবন মলিন করে,
কোথা তারে পাব, কোথা কূল পাব,
অসীম বিষাদ পারাবারে।

তরুমূলে।

হোথায় বটের শাখে কপোত কপোতী
বাঁধি নীড় ছিলা সুখে চঞ্চু-আলাপনে।
একদা শিকারী আসি (নিষ্ঠুর-হৃদয়)
বধিল সে কপোতেরে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।
হায়! সে বঁধুর শোকে বিরহী কপোতী
একাকিনী শূন্যে নীড়ে চাহিয়া চাহিয়া
তরুশাখে বসি ডাকি সারা নিশিদিন
ত্যজিল জীবন তার প্রিয়তম-হীন।
হোথা আজি বটচ্ছায়ে বসিব না সখা,
চল ঐ তরুমূলে হোথা ঝাউচ্ছায়ে
বাতাস বহিছে শুধু নীরবতা আনি
বিজন প্রান্তর মাঝে রহিব হারায়ে।
শ্যামল ঘাসের মূলে নদী জলধারে
স্নিগ্ধচ্ছায়ে বিরলেতে বসিব দুজনে।
হোথা দুটী ঘুঘু পাখী প্রেমের দম্পতী
সারাদিন কয় কথা বসি মুখোমুখী,
চাঁদিমাতে নিদ্ চেখে নিবিড় মিলনে
প্রেমেব স্বপন দেখে বিরলেতে রহি।
ওগো সখা এই স্তব্ধ মধ্যাহ্ন প্রহরে
কণ্টকিত বৃক্ষতলে ছায়া গেছে সরে।

লতাপাতা।

হের দূরে মাঠ পথে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে
শূন্যমনা পথিক ঐ তপ্ত রৌদ্রে চলে।
মোরা দুটী স্নিগ্ধ-ছায়া ঝাউ শাখা তলে,
হেরিব তটিনী গতি মৃদুল প্রবাহে,
তরল স্নেহের ধারে সিক্তি বালুতট,
সলিল চুমিয়া যাবে ঘাস মূলনীচে।
আমাদের ভালবাসা নীরবে বহিবে
কঠিন সে তরুমূল সরস করিয়া,
তুমি যদি কও কথা ডাক মোরে কভু,
তপ্ত রৌদ্র নিভে যাবে শীতল পড়িয়া।
অনিমিষে মুখপানে রহিব চাহিয়া
মোরা দুটী সম প্রাণী ঝাউ ছায়া তলে।
হের ঐ ঝাউশাখা পত্রের প্রচ্ছায়,
ঢাকিয়া সূর্য্যের কর স্নিগ্ধচ্ছায়া দেয়;
মোরা সেথা আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে রব
সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া বিরলে।
বিরলে পবন দেবে শ্রান্তি দূর করি,
ঘু ঘু পাখী ডাকিরবে মিলনের বাণী,
আমার এ হিয়া খানি তব হিয়া তলে,
নিমেষে হারায়ে যাবে অচেন মানি,
যদি আমার নিশাস লাগে তব মুখ পর,
আচলে মুছায়ে দেব ক্ষমা ক'রো তায়,

লতাপাতা।

নদীর ব্যাকুল ওষ্ঠে ঘাসের মতন,
কম্পমান রব হেথা মোরা দুইজন।
ওগো সখা কপোতীর প্রাণ ফাটা ডাকা,
শুনি যেন কাণে আমি, চল হেথা হ'তে,
বিরহিনী শূন্যনীড়ে একা একা থাকা
তোমার ও ছবি খানি আঁধারে নয়নে।
ওগো সখা পায়ে ধরি চল হেথা হ'তে,
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে অজানা শঙ্কায়।
অভিশপ্ত বটচ্ছায়া জ্বলিছে ভীষণ
কপোতীর শূন্যে ডাকা না মানে বারণ॥

লতাপাতা।

ব্যর্থ।

বসন্ত আসিয়া গেল
বাতাস বহিয়া গেল
কোকিল ডাকিয়া গেল
কে দেয় সাড়া,
তাহারি পরশ খানি
হৃদয় পরশ মণি
কি যেন কি দেয় আনি
পাগল পারা ;
আধ চাঁদিমা রেখা,
বকুলের ঘন-ছায়ে
পাপিয়া কুহরি জাগে,
সারানিশি ডাকি প্রিয়ে।

ওগো সে জীবন-মণি
ওগো সে পরাণ-ধনি
আজি এ হৃদি খানি
অকূলে হারা।

দূরস্মৃতি।

কবে কোন স্মৃতি চাঁদিমা উজল শরৎ আকাশ
ভরিয়া রয়
ফাগুণ পিয়ালে বন নীলা তলে হৃদয় আপন
হারায়ে যায়।
নির্জ্জন পথে সে দিন জ্যোৎস্না ফোয়ারা খুলিয়া
পড়েছে নামি
সে দিন আমার হৃদি ফুলবনে সহসা মলয়
গেলরে চুমি।
আজ মর্ম্মর গীতি মুখর কাননে নিরালাকুঞ্জে
পাপিয়া বধূ,
আকুল কূজনে "কোথা গেল বলে" আকাশ বাতাস
ভরিয়া দেয়।
ওগো জীবন কুঞ্জে বধূয়া-রাগিণী উদাস সুরেতে
কত মনো কথা,
আবেশে বিষাদে মরমের মাঝে ভরি দেয় আনি
সেই শত ব্যথা।
হের গো চন্দ্র উঠিছে মধুর, দূর বাতাসে
মদির মন্দ্র,
কাহারি বারতা আকুলা পশিছে, বিবশ পুলক
ভরিয়া রয়।

সুখের নেশা।

আজি পরাণে কত কথা

বিষম বাজে,

সুখের নেশাটুকু

আজি ও রাজে,

যদি সে থাকিত,

যদি সে হাসিত,

'হায়রে' শ্বসিয়া ওঠে

চমক লাজে।

সহসা গান আনি

থেমে গেল আধে,

সহসা দরশ তারি

আড়ালে বাধে।

সেই শেষ চাওয়া খানি

এখনও রাজে

পরাণে কত কথা

বিষম বাজে।

ভগ্ন প্রাণ।

নিবিয়া গেছে গো আশারি আলোটী,
  প্রভাত হয়েছে ম্লান,
হৃদয় লতাটী শুকায়ে ঝরেছে,
  বিফল সলিল দান।
ওগো সে কোথায় শূন্য হৃদয়
  পরাণ কাঁদিয়া ফিরে,
হায়! হায়! মোর একি হ'ল আজি
  ভাসি শুধু আঁখিনীরে।
কালি প্রভাতের উৎসব হাসি
  ছিল গো হৃদয় ভরি,
কতনাবর্ণ, গন্ধ, গানরে
  গিয়াছে পরশ করি!
মধু হিল্লোলে পরাণ ছিলরে
  সুখের সায়রে ভাসি
আজিকে রহেরে ধূলায় লুটায়ে,
  শুষ্ক ম্লান সে হাসি
বিষম নিরাশে আলছি পরাণে
  কেমনে বাঁচিব বল,
হেরি শেষ যামে পাণ্ডুর চাঁদে
  কুমুদ মেলে কি দল?

লতাপাতা।

কি ছিল রতন, হারায়ে রতন
কতদূর দূর খুঁজি,
নাই,—নাই,— মন হাহাকারে কাঁদে
আর না পাইব বুঝি
সন্ধ্যা রতন কনক বরণ
ডুবে যায় পরপারে,
কল কল জল, চলে ছল ছল
বিষাদ আঁধার পারে
স্বপনে ছিলাম সৌরভময়
জেগে দেখি শুধু কান্না ;
নয়নের জল মুছিতে পারিলে,
জনমের শোধ আর না।
গাছে ঠেস্ দিয়ে রয়েছি দাড়ায়ে
ধূ—ধূ—করে দূরে মাঠ,
কলরবে ঐ চলে যায় লোক
ভেঙ্গে গেছে বুঝি হাট
পাখী উড়ে যায় মাথার উপরে,
পূবে ঐ চাঁদ আকাশে,
ওগো স্মৃতিখানি মুছে ফেলে দাও,
নয়ন সলিলে ভাসে।

———

ভাঙ্গা-হাসি।

দ্বাদশীর চাঁদ ভাসিল আকাশে
শুভ যাত্রার খ'নে,
কত স্মৃতি ছবি উঠিল পুলকি,
সুখ কল্পনা সনে

কার বীণাখানি উঠে বাজি' বাজি'
পরশে পরাণে যত সুখ-রাজি
আজি যাত্রায় উন্মনা প্রায়
ভাবিছি আকুল প্রাণে ;—

পূর্ণিমা শশী ঝরিয়া পড়িবে,
আলোর আলোয় ধরণী মাতিবে,
মোর পথে মরি, পাপিয়া লহরী
ছড়াবে সুষমারাশি

প্রিয়ার হাসিটী সেই শুভখ'নে,
অনিমেষ চেয়ে রবে মোর পানে,
নীরব আদরে, নেব প্রাণ ভ'রে,
অধরে ফুটিবে হাসি

মনে পড়ে মোর কোন সন্ধ্যায়,
আধ-আলো কভু দেখা যায় যায়,
কুঞ্জ বিতানে নিমেষের খ'নে
হেরিনু প্রিয়ারে মোর

লতাপাতা।

আমি সেই পথে এসেছি চলিয়া,
নব-সৌরভে মাতিয়া মাতিয়া,
আকুল হিয়ার তীব্র পিয়াসে
ছন্দে বেঁধেছি-ভোর

তাই ভাবি যবে শরৎ রজনী,
শোভার আলোয় ভরিবে ধরণী,
আমার প্রিয়ার সঙ্গ বিভোর
নিভৃত মিলন খানি'

যত কল্পনা সুখ-স্মৃতিভার,
পুলকে কাঁপিয়া উঠে বারবার,
জ্যোৎস্না লগনে কুঞ্জ স্বপনে
সব সার্থক মানি।

টুটিল আমার প্রথম স্বপন,
ধূসর ধূলার পথে,
প্রভাতের আলো প্রখর হইল
ক্লিষ্ট চরণ-ক্ষতে

তরুণ আননে ঝরিল ঘর্ম্ম,
শুকাল আমার আশার মর্ম্ম,
ক্লান্ত নয়নে আকাশ বয়ানে
তপ্ত বালুকা ছুটে

লতাপাতা।

অগ্নি ঝলকে, পথ-হীন মাঠ,
দোকানীর বাসা নাই জন পাট,
কোথায় কুঞ্জ শ্যামল পুঞ্জ
বিরল-সলিল-ছায়া,

মাঠ ভাঙ্গি ভাঙ্গি চলি ধীরে ধীরে,
তাল-শাখা ছায়া দোলে যেন দূরে,
রৌদ্রের পথে পারাপার মাঠে,
লভিনু স্নিগ্ধ মায়া।

তারপর ছিল ধূ ধূ মরুভূমি,
ব্যর্থ বাসনা বহিয়াছি আমি,
কঠোর ক্লান্তি অসীম শ্রান্তি,
অতিদূর, অতি ভার,

কোনমতে সেই পথে চলি' চলি,
মন্থর গতি কণ্টক দলি,
প্রান্তর দূর অম্বর থর
পৌছিনু নদীধার।

সেথায় মৃদুল-গামিনী-তটিনী,
স্নিগ্ধ-ব্যজনী, কল-নিনাদিনী,
পরশে বুলাল তপ্ত কপোল
হেরিনু সন্ধ্যাভাতি'।

লতাপাতা।

নিঃশেষ হৃদি, রিক্ত-পশরা
ধূসর ধূলিতে পথ ছিল ভরা,
ক্লান্ত নয়নে আসিল ঘনায়ে,
অন্ধ-তিমির-রাতি।

ভাবিতেছি মনে কিসের পশরা
বহি' এ হৃদয় আনে,
ক্লান্ত নয়ন ফিরিছে তাকায়ে,
দীর্ঘ পথের পানে।

বেলা পড়ি গেল, ধূ ধূ মরুমায়া,
নিভে গেল ধীরে, মাঠ পারে হাওয়া,
আসিল ভাসিয়া, হৃদয় মথিয়া
উদাসী জাগিল প্রাণে।

শ্যামল কুঞ্জ মরু ছায়া-ঘন,
প্রখর রৌদ্রে লভেছি বিরাম,
সে পথ বাহিয়া বিদায় চাহিয়া
চলিয়া এসেছি আমি ;

মর্ম্মে মর্ম্মে কম্পন খানি,
যেন মিলনের আবেশের বাণী,
নিভৃতে সে আঁখি, চায় থাকি থাকি
সে পথে গিয়াছি থামি।

লতাপাতা।

চলি আর বার আকুল পরাণে,
শরৎ রজনী কুঞ্জ স্বপনে,
বাজায় বাঁশরী, সেই ব্যথা স্মরি,
ব্যাকুল করেছে প্রাণ।

তাই পথে পথে করুণ বিদায়,
বেজেছে মরমে কাঁদি হায়, হায়,
চাহিয়া তৃষিত, আঁখি করি নত,
ঢেকেছি অশ্রু-দান

রিক্ত হৃদয়ে ব্যথাসম লাগে,
কাতর নয়ন চাহে আগে আগে,
ব্যথাভরি' পরাণ গুমরি'
উঠিল রোদন-ছলে,

খেয়াঘাট পানে তাড়াতাড়ি ছুটি'
হাটুরিয়া লোক করে হাটাহাটি,
হাট-কোলাহল কল-কল্লোল,
মাতে প্রাণপণ ব'লে

ললাটে আমার দুঃখের লিখন
কেমনে পাশরি তারে,
আছাড়ে আকুল খেয়া ঘাটে আসি,
খেয়া ফেলি গেল মোরে

লতাপাতা।

অশ্রু আসিল চক্ষে আবরি,
ধীরে মন্থরে খেয়া দেয় পাড়ি,
ওপারের পথে ধায় লোক হাটে,
অতিব্যগ্রতা ভ'রে।

নদীতীরে তীরে গ্রাম ঘন-বন,
আঁধার সন্ধ্যা করিল গোপন,
তাই চেয়ে চেয়ে, ব্যাকুল হৃদয়ে,
আর না বারণ মানে

তাই কোনমতে খেয়া-পারাপারে,
পৌছিনু আসি ওপারের তীরে,
নদী বালুতটে দ্রুত গতি টুটে
আকুলতা বাড়ে প্রাণে

সব সম্বল হারায়ে যে জন,
মরীচিকা পানে ধায় প্রাণপণ,
দৃপ্ত নয়নে আশার বয়ানে,
কাতরতা ফুটি ওঠে,

সেই মত লুটি, ধাই হাট-পানে,
ব্যাকুল বাঁশরী বাজিল পরাণে,
আমার বেদনা সন্ধ্যা-মগনা
নদী-মর্ম্মরে লুটে

লতাপাতা।

হাটে লোকজন করে আনাগোনা,
তার সন্ধান আছে কারো জানা,
শুধাই যাহায়, ফিরে না তাকায়
কেনাবেচা দরাদরি।

আমার নয়ন কাতর-ব্যথায়,
লুটিয়া পড়িল নিরাশে সেথায়,
ভেঙ্গে গেল হাট দোকানীর পাট
গুছায়ে লইল ধীরি।

পূরণিমা চাঁদ মধুর লগনে
উঠিল পথের মাঝে,
বারেক কাপিয়া শিহরে হৃদয়
নিভৃত পুলক রাজে।

পথে যেতে যেতে লোক একজন,
কাণে কাণে কি কহিল তখন,
পরাণ কি আশে, মাতিল হরষে,
শরৎ জ্যোস্নো সাঁঝে।

দূর-সঙ্গীত ভাসিল বাতাসে,
মধুর চন্দ্র শোভিল আকাশে';
কোন আদরিণী যেন হিয়াখানি
রাখিল হিয়ার তলে,

লতাপাতা।

আবেশে চাহিয়া প্রেম-ছায়া-মাখা,
অনুরাগে চুমে স্বপনের আঁকা
দোলায়ে মাথাটী পড়িলরে লুটে,
প্রেম নয়নের জলে।

এবে দ্রুতগতি আকুল হৃদয়ে,
আসিনু আমার কুঞ্জ নিলয়ে,
হেরিনু কুঞ্জ,—নিথর শূন্য,
চূর্ণ কুটীর খানি,

ভাঙ্গা গৃহ-পথে জ্যোৎস্নার আলো,—
সুখ-কল্পনা কোথায় মিলালো,
হৃদে হাহাকার, জাগ আরবার
ধ্বনিল নিরাশ বাণী।

শরৎ রজনী আলোয় ভরিছে,
দগ্ধ পরাণে সুধায় লেপিছে,
কুঞ্জ বিতান, পাপিয়ার গান
ঝরে গেছে আরবারে।

মনে ভাসি ওঠে আজি ধীরে ধীরে,
পথে কত হাসি চেয়ে মোর তরে,
নিয়েছে বিদায়,—আমি ছুটি হায়,
ভাঙ্গা-হাসি খানি তরে।

মধুমতী চরে।

দিবস ধীরে ধীরে মিশায় আপনারে
সন্ধ্যার অন্ধকার মাঝে, ঢাকে প্রাণের
তপ্ত ব্যথা রাশি, স্নিগ্ধ স্নেহের অমিয়া
ধারায়। প্রাণের দগ্ধ ক্ষত যত হায়
কহে সকরুণ ভাষে মর্ম্ম স্নেহ পাশে
শীতলিতে আলা "ওগো ক্ষম "াকযে আশে
হৃদি কাঁদে "ওগো তুলিলও হৃদয়ের
মাঝে"—

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রোড়ে প্রীতির
সহস্র বাহুতুলি, সিঞ্চি শান্তি সলিল
তপ্ত শ্রান্ত তীরে, মধু মতী এবে কল
কল ধায় বিশ্রাম শয়নে। বিজন সে
তট ভূমি সুকোমল চর। নদী পাশে
গাভী ক্ষুর রেখা করেছে পথ চিহ্নিত,
হেনকালে মোরা তরণী বহিয়া হাতে
হাত ধরি নামিলাম সেথা সে নিবিড়
মৌন ছায়ে,

লতাপাতা।

কে গো হোথা গায় গীত, স্বর
মূর্চ্ছনায় ভরে শান্তনদী, সমীরণে
ধীরে আসে, মূরছি মূরছি রহে, কাণে
পশে কিবা শান্তস্বর। ওগো কবি প্রাণ
ভোলা সুরে পাতকীর ব্যথারাশি তান
লয়ে দেছ যে প্রকাশি রচিয়া বিশ্বের
অপরাধী মর্ম্মব্যথা মুছাবে সুধার
প্রলেপে, সান্ত্বনা প্রদানি। বিশ্ব পতির
চরণে কাতরে ধরি রবে পাতকীর
হৃদি খানি ধৌত অশ্রুজলে, চাবে ক্ষমা
করুণার দান।

নীরবে প্রবহমনা
মধুমতী চরে, মোরা এবে নত আঁখি
রহিনু দাঁড়ায়ে। নীরবে নীরবে থাকি,
মরম ভাবিল মরমে—মর্ম্ম নিহিত
ব্যথা "ওগো সংসারের প্রলোভনে কত
অপরাধে অপরাধী, এ হৃদয় মম
তোমার হৃদয় মাঝে তুলি লও, ক্ষম
তারে" কোন কথা কহিল না— আঁখিজল
পড়িল না, শুধু হৃদি বারেক কাঁপিল
হৃদয়ের তলে,—আকুল পরাণী,—
সন্ধ্যা ঘন অন্ধকারে ফেলিল নীরবে

লতাপাতা।

দিগন্তে ঢাকি। সেথা মিশে গেল ধরণী
আকাশ সনে, নিবিড় ছায়া মধুমতী
তীরে ঢাকিল মোদের, সেথা রহিল না
কেউ, শূন্য প্রান্তরে শস্যভূমি গেল না
দেখা। বালু চরে শুধু, মোরা দুই জন
নির্ব্বাক রহিনু দাঁড়ায়ে। আঁধার ঘন
মুছিল অন্তর খানি আরো সুগভীরে
হাতে হাত দুই জন রহি নত শিরে।

বর্ষশেষ।

ধীরে চলে গেল বরষের শেষক্ষণ
টুকু,—
আজি অবসান অতীত বরষ।
অতীত দিবসের, হায়! ক্লিষ্ট কাহি
যত, লুকাইয়া কতকাল বক্ষ পিঞ্জরে,
চলে গেল দীর্ঘশ্বাসে অতীত বরষ।
উগারিয়া আকাঙ্ক্ষার জ্বালা, নিভে গেল
দীপ খানি কালীর বরণ। রে বরষ!

লতাপাতা।

ওরে কক্ষ! প্রাণ পণে উড়াইয়া ধূলি,
বহিয়া আপন পথ সবেগে সধূমে,
আজি এই প্রান্ত ক্ষণে কি বারতা বল্
আনিলি এবে?

আশার রাগিণী কুহরি
শ্রবণে এসেছিলি যবে তুই প্রথম
প্রভাতে, বসন্তের মধু গুঞ্জন সম,
পরি দীপ্ত ভালে নবরবি রক্তচ্ছটা,
উষার আশীস্ মাখি গায়, গেয়েছিনু
বন্দনা গাথা মাতিয়া নবীন আলোকে।
হরষ আমার কয়েছিল কতকথা!—
কতবর্ণে কতগন্ধে, কত ছন্দে, সবে
উৎসবে মেতেছিনু মোরা ফুল্ল মনা।
নব পল্লব দলে করিয়াছি মাঙ্গল্য
রচনা, ফুলমালা কত দিয়াছিরে গলে,—
ওরে বরষ, তুইরে নির্দ্দয়! আশার
সার,—এ নব জীবনে মুকুট রতন,—
অবহেলে ফেলে দিলি পথেরি ধুলায়,
ফুল মালা নিলিনা গলায়, ভগ্ন প্রাণ,
চেয়ে র'নু দিগন্তের পানে। লুব্ধ মৃগ
সম আশার স্বপনে কত ভুলিয়াছি
দিবস যামিনী, কল্পনা রঙ্গিনী কত

লতাপাতা।

গড়িয়াছে মায়ার মূরতি ! এবে সব
ছায়াসম গেল মিলাইয়া,—

দীর্ঘশ্বাস

সনে ঝরিছে যে অশ্রু, ব্যথার আসার,
তারি সনে আজি আকুলিয়া ওঠে মনে
অতীত কাহিণী যত-বেদনার স্মৃতি,
দগ্ধ প্রাণেরএ জ্বালা শত ছিদ্র করি
বক্ষ বাহিরিছে অনল উদ্গারি। ওগো!
বরষ, কত অশ্রু যে গাথিয়াছে মালা
তব, কত হৃদি রক্ত শোভিয়াছি পদে
বিকশিত পদ্ম সম, কোমল মরম
কত পেতেছে আসন তব তরে, কত
জানি আমি তাহা, নহে প্রকাশের। আহা
ফুল বনে খররবি তাপে ফুলকুল
বিরস বদন, স্নিগ্ধ পত্রচ্ছায় যে গো
রাখে নিজ রুচি—সুশ্যামলতা, বিরাগে
বিস্মরে স্মৃতি উষার সুরভি শ্বাস। যে
জন লভিয়াছে সফলতা ধন, তব
রাজদ্বারে, তারা নিভিয়াছে হাসি। তুমি—
পরিয়াছ গলে ছিন্ন মরম-মালিকা,
অশ্রান্ত ক্রন্দনধ্বনি,—আর্ত্ত চীৎকার
ওঠে বিশ্ব মাঝে নিরন্তর, নিশাশেষে

হেরিয়া ও মূরতি তব চামুণ্ডা-ভীমা,
আতঙ্কে শিহরে হৃদয়া

ওগো বরষ।

তুমি হে অনাদি, চলিয়াছ অবিশ্রান্ত
অনন্তের পানে, কি বারতা বল গাহি
দিবানিশি? মানবের দুঃখ! এ জীবনে
যার পুরে নাই আশা তারি দুখগীতি
বাজে তব প্রতি পদে! বহুদূর হ'তে
আসিয়াছি মোরা বহুদূর যাব তব
সনে। শুনিতেছি অবিরাম কলরোল
যেন প্রতিধ্বনি, কোন আদিম প্রভাতে
উঠেছিল বসুন্ধরামাঝে, মিশে যায়
অনন্তের সনে। কিসের এ গীতি শুনি!
দিবা চলে যায়, আসে নিশা অমাময়ী,
অবসান তাও, আবার উজলি দিক,
হাসে রবি সোণার আলোকে। ওগো কেন
যবে পোহায়েছে দুঃখ নিশা, আসিবে না
সুখ উষসী। নবীন বরষে, নবীন
হরষে কেন না গাহিবে পুন আশার
বারতা। তবে কেন হেরিতেছি নিরাশা
অন্ধকার। ভগ্নমনোরথ করিতেছে

নিষ্ফল প্রয়াস বারেবার। ধূলিমাখা
সার, শেষে শুধু আকুল ক্রন্দন।

স্বর্ণ

অন্ধ বিহঙ্গম মত কনক-বরণ
মেঘের মাঝারে, তুমি চলি গেছ, মেলি
ডানা পশ্চিম সাগরে, ফেলিতব
স্বর্ণ অঙ্গ হ'তে হেম পালক, প্রভাত সন্ধ্যা।
তব সনে ক্রীড়া করে রঙীন মেঘের
সজ্জা—নব নব ঋতু—বিভায় উজলি
দশ দিশ। পুলকে উলসি তুমি তার
মাঝে হওগো উধাও, সুবর্ণ কুন্তল
সম রহে মেঘ চারিভিতে; কিন্তু হায়
দেখেছ কি তুমি, কি বিষম কালোছায়া
ফেলে তাহা ধরণী উপর, হাহাকারে
ভরে উঠে মানব হৃদয়। তুমি কর
উৎসব, আন নব বসন্ত, নিদাঘ
সন্ধ্যা, বরষায় হিল্লোলাকুল বর্ষণ
রাশি উল্লসিয়া মনঃ, শরতের ফুল্ল
ধরা কৌমুদী বিভায়; হেমন্তের নব
ধান্য যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী; নবশীত
আনে আলস নিঘুম্ভি আবেশ। তব

লতাপাতা।

স্বর্ণ অঙ্গ হ'তে কত বর্ণ চ্ছটা আসে,
দিবস রজনী, কেমনে বলিব বল।
গুঞ্জরে মধুপ মধু তোমারও কুঞ্জে
ফুলমধু পিয়ে; নব কিসলয় রুচি
সাজায় ওবরবপু ফুল-রাণী সম;
শারদ আকাশে বসি সারানিশি জাগি
আমোদে কুমুদীনাথ, কুহরে কোকিল
ঝঙ্কারি অমিয় তান, কল কলে যায়
নদীবহি। ওগো বরষ! বলগো মোরে,
কেন নহে বিধি লিপি মানবের ভাগ্যে
ভূমিতে এ সুখ রাশি সুষমা অতুল;
কেন কাঁদে প্রাণ অহর্নিশি সংসারের
নিপীড়ণে—বিড়ম্বনা-ময়। দীর্ঘশ্বাস
ধ্বনি উঠে কোকিল-কূজিত কুঞ্জে, ব্যর্থ
প্রাণ হেরে অন্ধকার চাঁদিমা নিশীথে;
নিরাশার কঙ্কাল সম ফিরে ভুবন
মাঝে, তপ্ত বালুপরে বসি পড়ে, আর
না উঠিতে পারে। নাহি সুখ, নাই আশা—
নাই আলো, নাই চোখে দীপ্তি, শুধু জাগি
রয় ঘৃণা—ধিক্কার বিষম—নিরাশার
অন্ধকার মাঝে।

নবীন আলোক মাখি

লতাপাতা

পায়, পরি গলে অরুণ-কিরণ-মালা,
মনে প'ড়ে, একদা প্রভাতে করেছিনু
যাত্রা তোমার ভুবনমাঝে, উৎসাহে
মাতি ; হেরেছিনু দূরে পুষ্পিত কানন,
তার মাঝে শোভে বটচ্ছায়তলে সর
সুশীতল পয়ঃ। ভেবেছিনু মনে, যদি
শ্রান্তপদ অরে না চলিতে চাহে ক্লান্ত
ভারমানি, হোথা করিব বিশ্রাম। স্নিগ্ধ
বারি ভ'রয়া অঞ্জলি মিটাব পিপাসা।
হায়! দূরে গেল সুখের স্বপন; অতি
ভয়ঙ্কর মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ছিন্ন করি
নিল সোহাগেরি মালা ; সর্ব্বাঙ্গে ভরিল
ধূলা ঘর্ম্ম ক্লেদ রাশি, শ্রান্ত ভারাক্রান্ত
কোন মতে আসিনু সরের কূলে, হায়
শুকাল সাগর, দাবাগ্নি জ্বলিল তথা,
পুন আর উঠিতে নারিনু। অস্ত গেল
সায়াহ্ন রবি, আসিল নিশীথ-তিমির
গ্রাসিল আমারে, ভগ্ন বিধ্বস্ত হৃদয়
জনমের শোধ লইনু বিদায়!

পূর্ণ

বক্ষ রাজহংস মত যেজন সহর্ষ,
হৃদয় তরণী ভাসায়েছিল সুমন্দ

লতাপাতা।

বাতাসে, ভারে ভারে নিয়ে পণ্য দক্ষিণ
সাগরে, সহসা দুর্দৈব ঝটিকাঘাতে
ভগ্নতরী ফিরেছে কাঁদিয়া; বিকসিত
শত দল সম ছিল যার আশা, থরে
থরে ছড়ায়ে পাপ্ড়ি, পরিমল ধনে
আকুলিত অলিকুল গুঞ্জরেছে সদা;
বিষাক্ত নিশ্বাসে তারে কেন শুষিয়াছ!
সরস সে হৃদয় এবে জীর্ণ কঙ্কাল
সম। আজি এই মত হাহাকারে শত
শত বিদীর্ণ হৃদয়। অবিরল কাঁদে
হানি বক্ষে কর। পড়ে গেছে কেহ, ভেঙ্গে
গেছে পা দুখানি, তাই অসহায় চেয়ে
আছে অস্তোন্মুখ দিবসের পানে, ভাবে
দুঃখে চলি গেলা বরষ, সে রহে বসি,
নিরাশার ধূলি মাঝে। আশার সোনার
ঝারি নিয়ে এসেছিল কুসুম চয়ন
আশে তব পুষ্পোদ্যানে, নন্দন শোভন,-
এবে ধূলায় লুণ্ঠিত, কাঁদে ব্যর্থ প্রাণ।
কত প্রাণ ভেঙ্গে গেছে হতাশ্বাসে, কত
প্রাণ ডুবে গেছে মৃত্যুর অতল ক্রোড়ে,—
উঠিবেনা রশ্মি আর তিমির ভেদিয়া
পুনর্ব্বার, সুখ দুঃখ গেছে নিভেচির

তরে, আজি ভাবি ব'সে। ভিখারী কাঁদিছে
তার হারায়েছে ছিন্ন ঝুলি খানি; অন্ধ
যে কাঁদিছে তার ভেঙে গেছে আঁধারের
"নড়ি", মহারাজ বিলাপিছে, মিথ্যা হল
রাজ্য সুখ আশা মধুর স্বপন! ওগো
বরষ! তব সজ্জিত গেহে মোরা গেনু
অতিথি হইতে, অভ্যর্থনায় অর্চ্চিলে
মোদের, পরে কেন বিকট হাসি' ফেলে
দিলে কঠিন মৃত্তিকা পরে; নগ্ন বাস
ধূলি ধূসরিত কাঁদিনু সভয়ে সবে,
আর্ত্তনাদ স্বরে হেরিয়া আঁধার,—

জানি

আমি, তপ্ত-অগ্নি-সম-প্রভা মরুভূমি
পরে, আছে শ্যাম সরোবর সরোরুহ
বাস; গোলাপ ফুটেছে ভাল কণ্টকিত
ডালে। বিদগ্ধ ধরণী পরে আছে স্বর্ণ
দুগ্ধ আভায় উজলি দিশ্। সুখ আশা
পূরিয়াছে কারো, যেথায় মালতী কুঞ্জে
সখা সখী নিভৃতে করিতেছিলা মৃদু
গুঞ্জ স্বরে প্রেমালাপ, হয়ত কোকিল
কুহরেছে সেথা বসন্তের আশীর্ব্বাদের
মত। হয়ত কাহারো নিশান্তের সুখ

লতাপাতা।

স্বপ্নপ'রে কোমলে দেবতা বাজায়েছে
বীণা, প্রভাতে তরুণ অরুণ-কিরণ
পরায়েছে মুকুট মাথে. সন্ধ্যার কালে
এসেছে সে ফিরে বিজয়-গৌরব-দীপ্ত,
শ্রান্তি হারা নিশারাণী মুদিত তিমিরে
তারে করেছে সুষুপ্তি দান সঞ্জীবণী—
সুধা—জননী যেমতি দেন পাতি নিজ
ক্রোড় ক্লান্ত সন্তানেরে। জানি আমি
তোমার আকাশ তলে, শ্যাম সুশীতল
স্নিগ্ধ বীথিকার ঘন পত্রচ্ছায়, কত পাখী
বেধেঁছে আগার, পথিক সুজন
লভেছে বিশ্রাম শান্তমনে, চলিয়াছে
পুনঃ; কিন্তু ওগো, একি হেরি হেথা তব
উদ্দাম গতি রুদ্ধ করি সক্রোধে রহে
দাড়াইয়া, অভিশপ্ত জীবনের ক্রুদ্ধ
দৃষ্টিচয়—অনল আকাঙ্ক্ষা। নিরাশার
অন্ধকার আবরিছে প্রভাময় সূর্য্য
তব, নিভে দেয় আলো, নিভেদেয় সুখ,
নিভে দেয় যাহা কিছু স্বপন ছটার
দীপ্তি ভুবন মাঝারে।
(তাই) নবীন আলোকে
আজি জানাই তোমারে নবীন হরষে

লতাপাতা।

যবে পুনঃ পাখিমালা, করি মাঙ্গলিক,
গাহি বন্দী সম বন্দনা গান, আসিও
এ নবীন বরষে ল'য়ে কুম্ভ আশায়
অমৃতে পূর্ণ, আসিও আলোক বসন
প'রি মূর্ত্তিমতী আশা যেন। সফলতা
বর দানে বাড়ায়ো সুযশঃ তব, ওগো
গৌরব বাসিনী দেবী, কিরীট উজ্জ্বলা।
বারেক সান্ত্বনা সুধা যদি প্রদানে গো
তব করোজ্জ্বল গৌরব রবি, নবীন
প্রভাতে, হাসিয়া সবে উঠি দাঁড়াইব
পুনঃ। ঘোর ঝড় মাঝে, সাগর গর্জ্জনে
ভীম, তুমি এস ওগো, কমলে কামিনী
সম হেনব বশে। মরাল ভাসিছে
তব পদ যুগ আশে। সরোজ বিকচ
হাসে স্বর্ণ আভাময়। সমুদ্র প্রশান্ত
তব চরণ পরশে। স্থির হাসি খানি
জ্যোতিঃ লেখা সম ভাসে নিবিড় আঁধারে॥

বিজয়া দশমী।

বিজয়ার নিশা হাসে শরৎ গগণে,
ওগো মাগো রাজরাণী রতনে ভূষিতা,
অভাগিনী বঙ্গভূমে করিয়া বঞ্চিতা,
গেলে কিগো উজলিতে আপন ভবনে !
বিসর্জ্জন দিয়ে মাতা দশমী দিবসে,
ফিরিনু আলয়ে যবে বিষাদ অন্তরে
হেরিনু মণ্ডপ গৃহ হাহাকারে ভরে
অশ্রুলুটে শূন্য গেহে উৎসবের শেষে।
বিসর্জ্জন ! একি কথা ! হৃদয় লুটিল,
স্নেহময়ী বঙ্গভূমি কোমল অন্তরে
সযতনে যেই ধন রাখে বুক ভ'রে,
কত আশা সুখ দিয়ে যাহারে পালিল ;
তাহারই বিসর্জ্জন ! কি আছেরে আর,—
অভাগিনী বঙ্গভূমি ঢালে অশ্রু তাই,
বিজয়ার রাকা নিশা করুণতাময়ী,
নদী তীরে মেলা ভাঙ্গে বিষাদের ভার,
যে দেখিল সে মুছিল নয়নের জল,
সন্ধ্যাসূর্য্য অস্তমিত গেছে বহুখ'ণ
রাঙ্গা রশ্মি, জল-ক্রীড়া মলিন তপন,
সারি সারি দশভুজা প্রতিমা অতুল।
বাজিল ঢাকের বাদ্য বাজ শঙ্খ সহ,

লতাপাতা।

চন্দ্রালোক ম্লান রশ্মি পড়িল সলিলে,
কনক-কিরীট-চূড় প্রতিমার ভালে
সন্ধ্যার স্তিমিত আলো রঞ্জিল বিগ্রহ।
নদীতীরে মেলা ভাজি হল জড়ীভূত
বিসর্জ্জন ওঠে রব, ওই বিসর্জ্জন,—
প্রদীপ্ত-প্রতিভা লভে অতল শয়ন
বঙ্গের আনন্দ ছবি হল অস্তমিত,
দীনা বঙ্গভূমি তার দরিদ্র সন্তান,
নাহি লজ্জা, দরিদ্রতা হাহাকারে বুকে,
একটী উৎসবে সবে মাতেরে পুলকে,
অধরে ফুটায় হাসি আগমনী গান।
তাই দেশ দেশান্তরে ছুটেছে বারতা,
"মা আসিছে, মা আসিছে" বঙ্গের সন্তান,
যে যেথায় আনন্দেতে ধায় গৃহ পান,
বঙ্গভূমি আনন্দেতে কল মুখরিতা,
প্রবাসী গৃহেতে ফিরে হেরে পরিজন,
আনন্দিত মুখগুলি ভরেছে ভবনে,
কল-অভ্যর্থনা ওঠে কুটীর প্রাঙ্গনে,
দীনা বঙ্গভূমি এবে মুছেচে নয়ন।
সপ্তমী, অষ্টমী, আর নবমী দিবস,
কি আনন্দ, উৎসবের নব নব বেশ,
পরিয়াছে বঙ্গভূমি নাহি দুঃখ-লেশ,

লতাপাতা।

নবমীর নিশি ভোর বিষাদে বিরস।
প্রভাতে মঙ্গল-বাদ্যে জাগি মনে পড়ে,
কাল সন্ধ্যা বেলা কহি আরতির কালে,
তোমারে হেরিয়া মাগো যাই দুঃখ ভুলে,
তাইত এসেছি ছুটে, কিযে মর্ম্ম ভ'রে,
বিদেশে প্রবাসী ছিনু মলিন আনন,
ভেবে ছিনু অভিমানে এবার যাবনা,
হেরিব জননী দ ব্যথা পায় কিনা ;
ব্যথিত সন্তানে হেরি ধূলির আসন।
তুমি মাগো সযতনে নেছ কোলে তুলে,
আদরে মুছায়ে দেছ স্নেহময় করে,
কাণে কাণে দেছ আশা কত মিষ্টস্বরে,
তাই ব্যথা ভুলিয়াছি নয়ন সলিলে।
তাই সন্ধ্যাবেলা যবে আরতির কালে,
কনক-প্রদীপ-মালা, ধূপ গন্ধ ঘন,
সঘন মন্দির মাঝে যত ভক্তগণ
জানাল প্রার্থনা নিজ শঙ্খ ঘণ্টা রোলে।
আমি নিবেদিনু মাতা করুণ বচনে,
ওপদ-রাজীব-যুগে এই ভিক্ষা করি,
ধূলায় লুণ্ঠিত আহা! হৃদে ব্যথা ভরি
প্রবাসে কেহ না রহে হেন পুণ্য দিনে।
আজি বিজয়ার চাঁদ গগণের মাঝে

লতাপাতা

হাসিছে, মধুর আলো প্লাবিছে ভূতলে,
হেন চাঁদ, হেন নিশা অবনী মণ্ডলে
সুখের সাগরে ফুটে কোথাও কি রাজে।
ভাই ভাই কোলাকুলি, বন্ধু প্রীতি হেন
স্নেহাস্পদে ভালবাসা, ভক্তি গুরুজনে,
বঙ্গের হৃদয় ভরা এই প্রেমধনে,
উছলিত আজি নিশা, এজে অতুলন।
পূর্ণ হ'লো হৃদিখানি যেন রে অমৃতে!
ছোট বড় নিজ পর এক প্রাণ মন।
সহোদরোপম সবে, বঙ্গের ভবন
অবারিত দ্বার আজি প্রেম বিলাইতে।
বিজয়ার চাঁদ চলি পড়িল গগণে,
ভ্রাতা ভগ্নি পতি পত্নী মিলনেতে সুখ,
বিয়োগ বিধুরা মাতা সন্তানের মুখ
হেরিয়া লভিল স্বর্গ শান্তি নিমগনে।
বিরলে বসিয়া ভাবি নিভৃত যে ব্যথা,
মনো দুঃখে কাঁদে যারা প্রবাসে বিজনে,
পারেনি আসিতে যারা প্রিয় দরশনে
তারাই ফেলিল শ্বাস তপ্ত অশ্রুমাখা॥

সম্পূর্ণ